২৭ জানুয়ারি ২০২৫

আনন্দলোক



সাক্ষাতে:
ঋত্বিক চক্রবর্তী
মধুমিতা সরকার
অনির্বাণ চক্রবর্তী
অন্বেষা

দাবানলের প্রকোপে হলিউড

জমজমাট পিকনিক টলি-শিল্পীদের

মুম্বইয়ে কোল্ডপ্লে কনসার্টে তারকা সমাবেশ

আক্রান্ত সেফ

ছ'বার কোপ মারা হল সেফের শরীরে, অথচ পাঁচদিনে সুস্থ হয়ে তিনি ফিরলেন বাড়ি! অটোচালক পৌঁছে দিলেন হাসপাতালে, কিন্তু চিনতে পারলেন না সেলেব যাত্রীকে! ১৬ জানুয়ারী থেকে সেফ আলি খানের জীবনে যা ঘটল, তা সিনেমার প্লটকেও হার মানায়, তুলে ধরে অনেক প্রশ্ন


আরও আনন্দ | ORIGINALS
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প
'বিরজা হোম ও তার বাধা' অবলম্বনে
যজ্ঞ
পরিচালনা: অভিরূপ দোলাই | পরিবেশনায়: অভিরূপ ঘোষ
দেখুন 'আনন্দপ্লেক্স'-এ
sosideas
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই আরও
ওয়েব সিরিজ়-সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ্যা ২৭ জানুয়ারি ২০২৫

কভার ড্রাইভ







প্রচ্ছদ: সেফ আলি খান

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 01st
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp

সুতপা দে, বহরমপুর

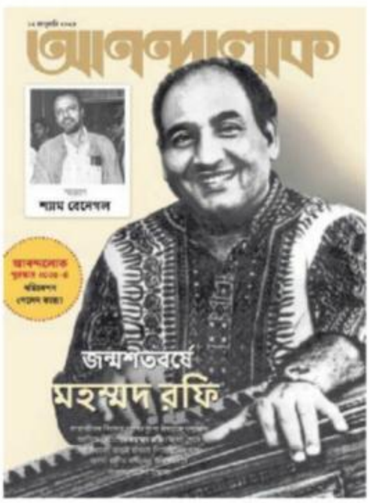


■ শ্যামের পছন্দের দুই নায়িকা স্মিতা পাটিল ও শবানা আজ়মী

স্মৃতিচারণা মন ছুঁয়ে যায়

ইন্ডাস্ট্রির নক্ষত্র পতন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে শ্যাম বেনেগলের অবদান অনস্বীকার্য। আর সেই অবদানকে আপনারা যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা অনবদ্য। মন ছুঁয়ে গেল। সংগ্রহে রাখার মতো সংখ্যা।

রঞ্জিতা মিত্র, বারাসত



ভাবনাকে কুর্নিশ

মহম্মদ রফির জন্মদিনে, তাঁকে নিয়ে এত সুন্দর একটি প্রচ্ছদ। সত্যিই ভাল লাগার মতো। রফির জন্মশতবর্ষে এরকম কিছুরই অপেক্ষায় ছিলাম। ভাল লাগল, ঠিক যেভাবে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এবং তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুনত্ব রয়েছে লেখায়।

দীপ্তি নভলের কথায়

শ্যাম বেনেগলের স্মৃতিতে দীপ্তি নভলের লেখাটি বেশ ভাল লাগল। অমোল পালেকরের স্মৃতিচারণাও তাই। স্মরণসংখ্যায় এই ধরনের লেখা যুক্ত হলে, পড়ার আগ্রহ দ্বিগুণ হয়ে যায়। জানা যায়, বিশেষ মানু র বিশেষ কথাও।

আশিষ ভৌমিক, দুর্গাপুর

রফির সাক্ষাৎকার

রফির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল আনন্দলোক থেকে। ভাল লাগল সেই সাক্ষাৎকার এত দিন পর পড়তে পেরে। তাঁকে ভাল করে চেনা যায় এই সাক্ষাৎকার দিয়েই। এরকম একটি প্রচ্ছদ কাহিনীতে এই বিভাগ রাখা খুবই প্রাসঙ্গিক। তথ্যপূর্ণ বলা চলে।

শুভমানস রায়, যাদবপুর

গোবিন্দ-পুত্রর ডেবিউ

বলি নিউজ়ে গোবিন্দ-পুত্রর অভিনয় জগতে আসার কথা পড়লাম। অন্যান্যদের মতো তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে তিনি আর কী কী করলেন, সেই আপডেট পেলেও ভাল লাগবে।

নিশীথ ঘোষ, দমদম

■ যশবর্ধন আহুজা





■ শ্যাম বেনেগলের স্মৃতিচারণায় দীপ্তি



■ সস্ত্রীক রফি

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

ডায়ানার মতো

র্ত প্রিন্সেস ডায়ানার কথা মনে পড়াচ্ছেন কেট মিডলটন। সম্প্রতি একটি ক্যান্সার সেন্টারে গিয়েছিলেন কেট। সেখানে একেবারে সেজে গিয়েছিলেন, শাশুড়ির মতো। হাতে এনগেজমেন্ট রিংও পরেননি, ঠিক শাশুড়ির মতো। অনেকেই মনে করেন, কেট ঠিক তেমনটাই মুক্তমনা, যতটা ছিলেন ডায়ানা। তবে হ্যাঁ, ডায়ানা যেভাবে রাজ পরিবারের পরিবেশে আটকে পড়েছিলেন, সেটাকে অনেকটাই পালটেছেন কেট। তবে এখনও তিনি ডায়ানার মতো কমনারের চিহ্নই বহন করেই চলেন নিজের বহিরঙ্গে।



■ প্রিন্সেস অ্যান

আনন্দে দুর্ঘটনা

তাঁর বয়স এখন ৮৭ বছর। এই সময় বহু রানিই হয় নিজের প্রাসাদে বিশ্রাম নেন, নয়তো বিভিন্ন দেশে সফর সারেন। কিন্তু নরওয়ের রানি সোনজা একটু অন্য ধাতুতে তৈরি। তিনি সারা সপ্তাহ কাজ করে ছুটির দিনে গিয়েছিলেন স্কি করতে। পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে। যা হয়, আনন্দে উদ্বেল হয়ে ঘণ্টাখানেক বরফের উপর স্কি-ও করেন তিনি। কিন্তু তারপরেই তাঁর হার্টবিট যায় বেড়ে। অসুস্থ বোধ করেন রানি, এবং তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। রানি এখন ভাল আছেন বটে, কিন্তু তাঁর কীর্তি দেখে চিন্তিত তাঁর দেশবাসীরা।



■ প্রিন্সেস ডায়ানা ও কেট মিডলটন

একার সফর

কথা ছিল, একসঙ্গে দু'জনে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘটল অঘটন। ভাইস অ্যাডমিরাল স্যর টিমোথি লরেন্স পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে ফেলায়, স্বামীকে ছাড়া একা সফরে যেতে হল প্রিন্সেস অ্যানকে। এমনিতে অ্যানের বয়স হয়েছে। ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্কের নিরিখে এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অনেক দিন আগে থেকেই এই সফর নিয়ে তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু সফরের আগে এমন ঘটনা বেশ কিছু অপ্রস্তুতির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু অ্যান পিছপা হতে রাজি হননি। তিনি একাই গেলেন সফরে এবং সমস্ত কাজ নিজের হাতে সেরে এলেন। তাঁর পারদর্শিতায় এখন মুগ্ধ সকলে।



■ রানি সোনজা



নিজের স্টাডিতে সেফ



সেফ-সিনেমা

ছ'বার কোপ মারা হল সেফের শরীরে, অথচ পাঁচদিনে সুস্থ হয়ে তিনি ফিরলেন বাড়ি! অটোচালক পৌঁছে দিলেন হাসপাতালে, কিন্তু চিনতে পারলেন না সেলেব যাত্রীকে! ১৬ জানুয়ারী থেকে **সেফ আলি খানে**র জীবনে যা ঘটল, তা তাঁর অভিনীত সিনেমাগুলির প্লটকেও হার মানায়। সেফের উপর আক্রমণের সিনেমসম ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

অনেক সিনেমা দেখে আমরা আলোচনা করি, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। নেহাতই আজগুবি, অদ্ভুত প্লট। কিন্তু ১৬ জানুয়ারি ভোরবেলা থেকে সেফ আলি খানের জীবনে যা হল, তা বিস্ময় তো বটেই, অবিশ্বাসও জাগায়। এক দুষ্কৃতি তাঁর পেল্লায় অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তা টপকে বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করল, সেফকে ছুরিকাঘাত করল ছ'বার। তারপর পালিয়েও গেল! গুলিয়ে যাচ্ছে তো? একটু তবে গুছিয়ে দিই পাঠকের জন্য। প্রতিবেদকও নিশ্চিত, পুরোটা পড়ার পর পাঠকের মনেও উঠবে কিছু প্রশ্ন।

সেফের জীবনের ভিলেন

শরিফুল ইসলাম শেহজ়াদ মহম্মদ রোহিল্লা আমিন ফকির। সেফের বাসস্থান, বান্দ্রার বহুতল সদগুরু শরণের ১৬ জানুয়ারির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মুম্বই পুলিশ ঠাণের হীরানন্দানির শ্রমিক শিবির থেকে এই বিশাল নামের ব্যক্তিকে ধরেছে। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ কাগজপত্র নিয়ে মুম্বইতে বসবাস করছিল সে। কখনও বিজয় দাস, কখনও মহম্মদ ইলিয়াস পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন কাজ করেছে। এবার আসি ঘটনার দিনে। ১৬ জানুয়ারি রাত আড়াইটে নাগাদ সেফ আলি খানের ছোট ছেলে জেহ্-র ঘরের পাশের শৌচাগার থেকে এই ব্যক্তিকে বেরোতে দেখেন জেহ্-এর ন্যানি এলিয়ামা ফিলিপ। আতঙ্কিত এলিয়ামার কাছে এক কোটি টাকার দাবি করে শরিফুল। এই বচসা শুনে সেফ আলি খান রান্নাঘরে এলে, এই ব্যক্তি ছুরি দিয়ে তাঁকে কোপাতে শুরু করে। এই ধাক্কাধাক্কি এবং ছুরিকাঘাতে এলিয়ামার হাতেও আঘাত লাগে। তবে সেফ তারপরও ওই ব্যক্তিকে ফ্ল্যাটের একটি নির্দিষ্ট অংশে বন্ধ করে দেন, যেন কোনওভাবেই সে জেহ্-র ঘরে পৌঁছতে না পারে। তবে যে শৌচাগার দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল সে, সেই পথেই বেরিয়ে যায়। পুরোটাই এলিয়ামার পুলিশকে দেওয়া বয়ান থেকে জানা। আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশের কাছে দোষ শিকার করার সময় নাকি শরিফুল বলেছে, সাত থেকে আটতলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, তারপর ১২ তলায় সেফের বাড়ি অবধি সে জলের পাইপের ডাক্ট বেয়ে উপরে উঠেছে! সেফের বাড়িটি অদ্ভুত। তিনটি ফ্লোর জুড়ে ৬৫০০ বর্গফুটের এই বাড়ির প্রবেশদ্বার কেবল ১২ তলাতেই রয়েছে। তবে সাধারণত বহুতলে ডাক্ট শৌচাগারের দিকেই তৈরি হয়। ফলে

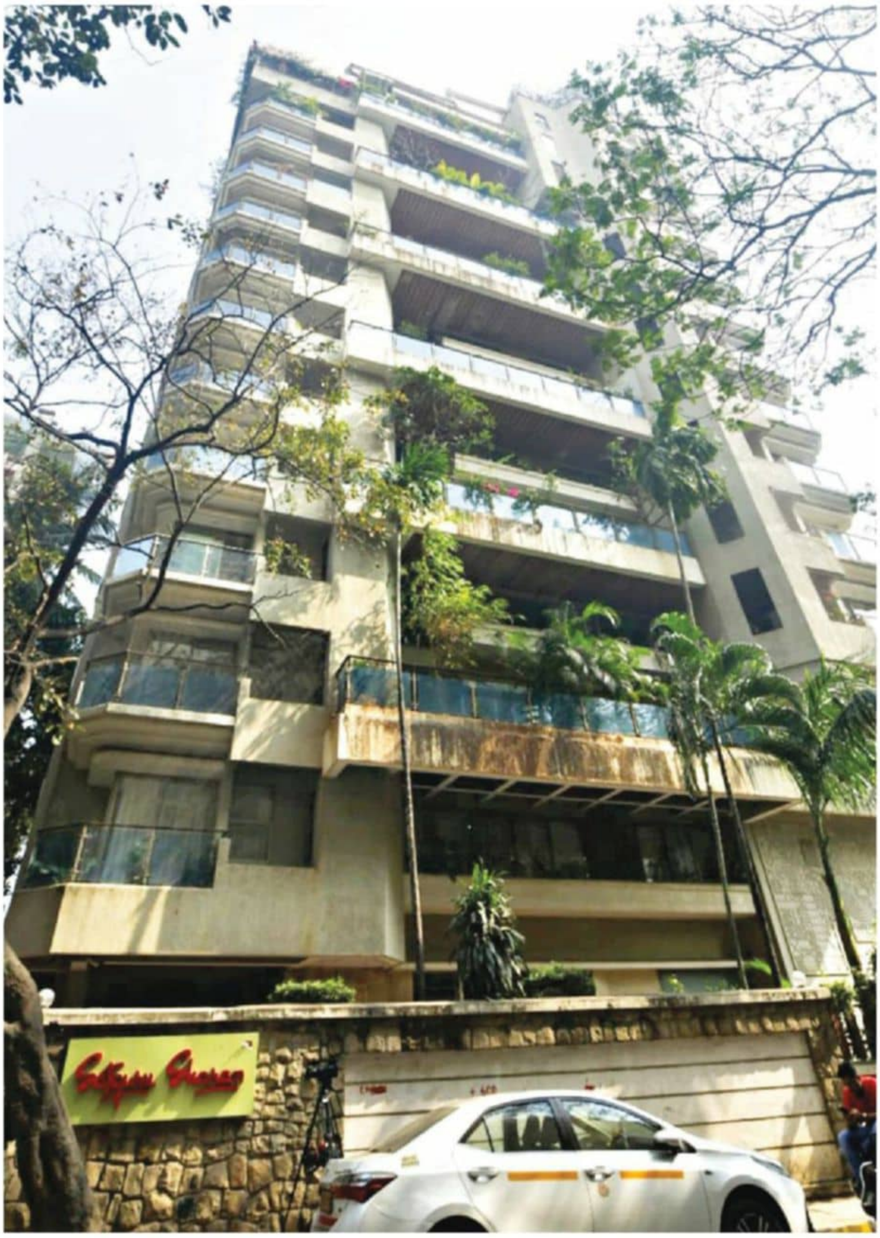
শৌচাগারের জানালা দিয়েই ১২ তলায় প্রবেশ করে সে। ধৃতের বয়ান অনুযায়ী, সে জানতই না, যে বাড়িতে সেটা সেফ আলি খানের বাড়ি। পরের দিন মিডিয়ায় খবর দেখে সে জানতে পারে সেফ সম্পর্কে! তা হলে সাত তলা থেকে ডাক্ট বেয়ে ১২ তলা অবধি কেন উঠল সে? উদ্দেশ্য যদি ছিনতাই হয়, তবে অন্য যে কোনও ফ্লোরকেই তো নিশানা করতে পারত? মুম্বই পুলিশের তদন্তকারী দল শরিফুলকে চিহ্নিত করে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা ভারী ব্যাগ দেখে। যে ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়, নামার সময় সিসিটিভি-তে ধরা পড়েছিল, তার হাতে ছিল ভারী ব্যাগ। ওই একই ব্যক্তির ভিডিয়ো দেখা গিয়েছিল বান্দ্রা স্টেশনে। তখন পালাচ্ছিল শরিফুল। জেহ্-র ন্যানি এলিয়ামার বক্তব্য অনুযায়ী, আক্রমণকারীর সঙ্গেও ছিল একটি ভারী ব্যাগ। তাতে ভারী কিছু সরঞ্জাম ছিল। হীরানন্দানির শ্রমিক কলোনি থেকে ধরা হয় শরিফুলকে, তখন ওই ব্যাগের বিবরণের

সেফের শরীরেই ঢুকে গিয়েছিল ছুরির ভাঙা একটি অংশ। আর একটু গভীরে গেলেই ক্ষতিগ্রস্ত হত সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম



সেফের দেহে পাওয়া যায় ছুরির এই অংশ

সঙ্গে মিলে যায় শরিফুলের ব্যাগ! এবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, খবরে সেফ আলি খানের পরিচয় জানা সত্ত্বেও, কেন শরিফুল ওই ব্যাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল, যেখানে খবরে



সেফ-করিনার বাসভবন। এই বিল্ডিংয়ের একদম উপরের তিনতলা জুড়ে থাকেন তাঁরা



সিসিটিভি-তে ক্যামেরাবন্দি শরিফুল

বারবার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা ব্যাগের কথা উঠছিল? উপরন্তু সেফকে কোপানোর পর নাকি ওই বিল্ডিংয়েরই বাগানে বসেছিল দু'ঘণ্টা!

সেলেব যখন অচেনা

সেফকে না চেনার বয়ান তো দিয়েছেন ভজন নামের অটোচালকও, যিনি রক্তাক্ত সেফকে লীলাবতী হাসপাতালে পৌঁছে দেন! একটি গাড়ি এবং ড্রাইভার নিয়ে করিনা গিয়েছিলেন করিশমার বাড়িতে। করিশমার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকে জানা যায়, সেই রাতে করিনা ও করিশমা পার্টি করছিলেন সোনম ও রিয়া কপূরের সঙ্গে। বাড়িতে অন্য গাড়ি থাকলেও তা চালানোর লোক ছিল না। ফলে আহত সেফকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে অটো ডাকছিলেন



■ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর



■ সেফকে দেখে বেরোচ্ছেন মা শর্মিলা ও বোন সোহা



■ অটোচালকের সঙ্গে সেফের ছবি

অটোতে যখন রক্তাক্ত সেফ ওঠেন, তখন তাঁর সঙ্গে বড় ছেলে ইব্রাহিম এবং বছর সাতেকের তৈমুর। ভজনের কথায়, বাড়ি থেকে হেঁটে অটোতে ওঠেন সেফ। জামা ভিজে যাচ্ছিল রক্তে। তখন ভজন জানতেন না যাত্রী কে!

সেফের বাড়িতে কর্মরত লোকেরা। ভজনের অটোতে যখন রক্তাক্ত সেফ ওঠেন, তখন তাঁর সঙ্গে বড় ছেলে ইব্রাহিম এবং বছর সাতেকের তৈমুর। ভজনের কথায়, বাড়ি থেকে হেঁটে অটোতে ওঠেন সেফ। জামা ভিজে যাচ্ছিল রক্তে। এক আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছনোর দুশ্চিন্তায় তিনি তাঁর মুখ দেখেননি ভাল করে। চিন্তায় ছিলেন, এমন এক কেসে পুলিশ যদি তাঁকেও হেনস্থা করে। হাসপাতালে নেমে যখন সেফ হেঁটে হাসপাতালে ঢোকেন এবং স্ট্রেচার চেয়ে বলেন, 'আমি সেফ আলি খান', তখন ভজন চমকে ওঠেন। হাসপাতালে স্নায়ু শল্যচিকিৎসক নীতিন ডাঙ্গে এবং কসমেটিক সার্জন লীলা জৈন সেফের অস্ত্রোপচার করেন। তাঁর মেরুদণ্ডে গভীর ক্ষত, বাঁ-হাতের দু'জায়গায় এবং গলার পাশে ক্ষত। জোরে ছুরিকাঘাতের ফলে সেফের শরীরেই ঢুকে গিয়েছিল ছুরির ভাঙা একটি অংশ। মেরুদণ্ডের কাছে ছ' ইঞ্চির ক্ষত এমনভাবে ছিল, যে আর একটু গভীরে গেলেই ক্ষতিগ্রস্ত হত সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, পক্ষাঘাত হতে পারত! তবে ১৭ তারিখেই অস্ত্রোপচারের পর সেফকে আইসিইউ থেকে বের করে আনা হয়েছে। সেফের বোন সোহা জানিয়েছিলেন, দ্রুত সেরে উঠছেন সেফ। কিন্তু ২২ জানুয়ারি সেফ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন। এমন গুরুতর জখম, কঠিন সার্জারির কোনও চিহ্ন সেফের মধ্যে দেখা যায়নি। অটোচালক ভজনের সঙ্গে তিনি ছবি তুলেছেন হাসপাতালে। কামানো দাড়ি, সাদা শার্ট, ব্লু জিনসে শেফ

যখন হাসপাতাল থেকে বেরোলেন, তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই মাত্র পাঁচদিন আগে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছিল! বাঁ-হাতে ব্যান্ডেজ বাদে, সেফকে দেখতে লাগছিল একেবারে স্বাভাবিক এবং অবশ্যই গ্ল্যামারাস। শুধু তাই নয়, যেভাবে পাপারাৎজ়ির সঙ্গে দেখা করেন তিনি, সকলের উদ্দেশে হাত নাড়েন, তাতে আতঙ্ক এবং শারীরিক অসুস্থতার চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রশ্ন এখানেও ওঠে। ৫৪ বছর বয়সি সেফ অবশ্যই বয়স আন্দাজে ভীষণ ফিট



■ বাড়ির ছাদে সপরিবার সেফ

বিষ্ণোইদের সলমনের উপর যে কারণে রাগ, সেই কৃষ্ণসার মৃগ হত্যাকাণ্ডে তো সেফও জড়িত ছিলেন ('হম সাথ সাথ হ্যায়'-এর শুটের সময়)! সেফ কোনওদিন জ়েড বা ওয়াই ক্যাটিগরির নিরাপত্তা নিয়েও ঘোরেন না

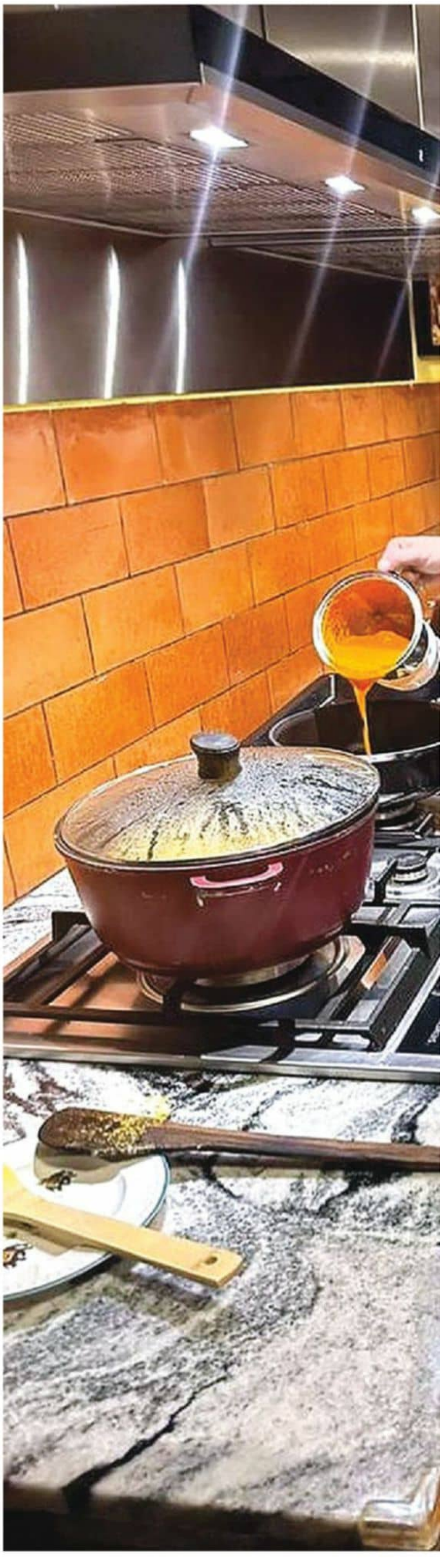
এবং স্বাস্থ্যবান। ধৃত শরিফুলের বয়স ৩০-এর মতো, দোহারা চেহারা। সেখানে সেফকে সে এতবার ছুরিকাঘাত করল কী করে? এতবার আঘাত পাওয়ার পর সেফ যখন হেঁটে অটোতে উঠেছেন, অটো থেকে নেমে হেঁটেই ঢুকেছেন হাসপাতালে, সেখানে ওই ক্ষয়াটে চেহারার শরিফুল তাঁকে এভাবে কুপোকাতই বা করল কী করে?

নেপথ্যে অন্ধকারজগৎ?

গতবছর থেকে লরেন্স বিষ্ণোই নামক আতঙ্ক বলিউডে জাঁকিয়ে বসেছে। সম্প্রতি বাবা সিদ্দিকীর হত্যা, সলমন খানের বাড়িতে গুলি চালানোর মতো ঘটনার পর সেফের উপর এই আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হচ্ছিল আন্ডারওয়র্ল্ডের অ্যাঙ্গল। সেফ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। বিষ্ণোই গ্যাং যেভাবে 'খান' এবং মুসলিম নেতাদের নিশানা করছে, তাতে সেফের ক্ষেত্রে তেমনটাই হতেই পারত। বিশেষত, বিষ্ণোইদের সলমনের উপর যে কারণে রাগ, সেই কৃষ্ণসার মৃগ হত্যাকাণ্ডে তো সেফও জড়িত ছিলেন ('হম সাথ সাথ হ্যায়'-এর শুটের সময়)! সেফ কোনওদিন জ়েড বা ওয়াই ক্যাটিগরির নিরাপত্তা নিয়ে ঘোরেন না, এতদিন তেমন কোনও কারণও ঘটেনি। তবে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যোগেশ



■ হাসপাতালের বাইরে সারা ও ইব্রাহিম





■ এই রান্নাঘরেই ঘটে অঘটন

কদম অবশ্য এমন আশঙ্কা উড়িয়ে বলেছেন, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ডাকাতির ঘটনা। তেমনই ইঙ্গিত করেছেন দেবেন্দ্র ফডনবিসও। কিন্তু মুম্বইয়ের বান্দ্রা অঞ্চল তারকাদের বাসস্থান। তিনি খান, সেফ ছাড়াও প্রচুর হাই-প্রোফাইল তারকা ওই একই অঞ্চলে থাকেন। সেখানে



■ অন্দরমহলে সেফ, করিনা, তৈমুর ও জেহ্

বিল্ডিংয়ের সামনের এবং পিছনের গেটে নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও শরিফুল বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেছে মানে ওই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তার কোনও আঁতাত ছিল

একবার সলমন খানের বাড়িতে গুলি চলছে, একদিন সেফ আলি খানের উপর ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে এক ব্যক্তি... একটু বেশি কাকতালীয় না ব্যাপারটা?

অসামঞ্জস্যপূর্ণ বয়ান

মুম্বই পুলিশের তদন্তকারীর বিশেষ দলের অনুমান, বিল্ডিংয়ের সামনের এবং পিছনের গেটে নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও শরিফুল বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেছে মানে, ওই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তার কোনও আঁতাত ছিল। দ্বিতীয়ত, বাড়ির ভিতরের কোনও ব্যক্তির হাত না থাকলে শরিফুল জানল

কীভাবে যে, কোথায় কে থাকে! কীভাবে বাকি সব ফ্ল্যাট ছেড়ে, সাত তলা অবধি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ১২ তলায় গিয়ে সেফের বাড়িতেই চুরি বা ডাকাতি করতে ঢুকল কেন? সেফের প্রথম পক্ষের ছেলে ইব্রাহিম তো অন্য বাড়িতে মা অমৃতার সঙ্গে থাকেন। সেখানে তিনি কী করে এত দ্রুত এসে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন? তা হলে কি আগের রাতে বাবার বাড়িতেই ছিলেন তিনি? অটোচালক এবং হাসপাতাল কর্মীদের বয়ান দু'রকম। অটোচালক বলছেন অটোতে তৈমুর ছিল এবং একজন নিরাপত্তারক্ষী। আবার হাসপাতালের কর্মী বলেন, ইব্রাহিম এবং তৈমুরই হাসাপাতলে নিয়ে আসেন সেফকে।



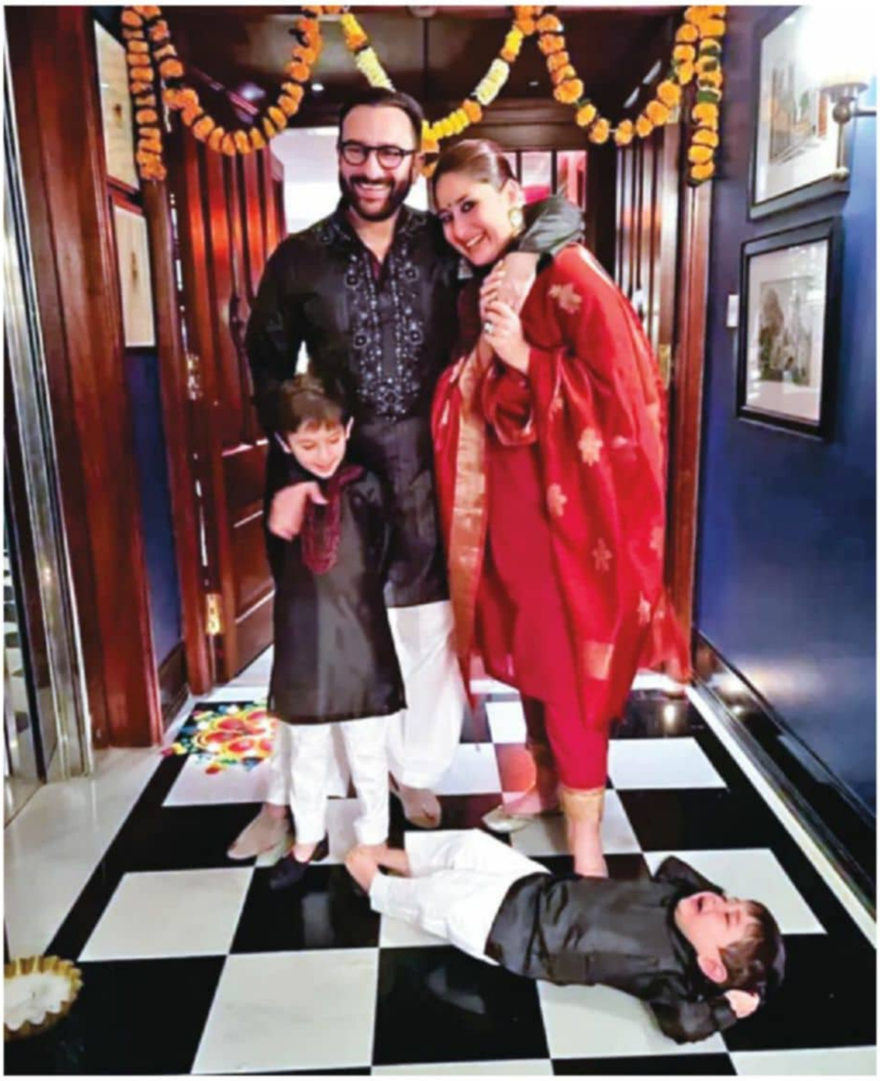
■ ঘটনার রাতের পার্টির স্টোরি দেন করিশমা

অটোচালক বলছেন অটোতে তৈমুর ছিল এবং একজন নিরাপত্তারক্ষী। আবার হাসপাতালের কর্মী বলেন, না ইব্রাহিম এবং তৈমুরই হাসাপাতলে নিয়ে আসেন সেফকে

অটোচালক ভজন বলছেন, তিনি সেফকে চিনতেন না। অথচ মুম্বই যাওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অটোচালকরা মোটামুটি সকলেই জানেন কোন তারকা কোন বাড়িতে থাকেন। কোনও টুরিস্ট প্রিয় তারকার বাড়ি দেখতে চাইলে, মুম্বই শহরে ভরসা অটোচালকরাই।

প্রশ্নে যখন 'পরিসর'

এই বিষয়ে খুব স্পষ্টভাবে তর্ক শুরু হয়েছে,



■ দীপাবলির দিন দুই সন্তান নিয়ে মজার মুহূর্তের ছবি দেন করিনা



■ করিনার সোশ্যাল হ্যান্ডলে শোওয়ার ঘরের এক ঝলক

কীভাবে পাপারাৎজ়ি সংস্কৃতি সেলেবদের ব্যক্তিগত পরিসরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সমস্ত বিষয়ে প্রথমেই যেভাবে আঙুল ওঠে মিডিয়ার দিকেই। করিনা যেমন ঘটনার পরের দিন সোশ্যাল মিডিয়াতে বিবৃতি দিয়েছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন মিডিয়াকে, যেন তাঁদের 'স্পেস'-কে সম্মান দেওয়া হয়। সেলেবদের মধ্যে শুরু হয়েছে দোষারোপ, কীভাবে সেলেবদের বাড়ির বাইরে, সর্বত্র ছবিশিকারিদের সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ সকলেই জেনে যান কেমন বাড়িতে থাকেন তাঁরা, কোন গাড়িতে যাতায়াত করেন ইত্যাদি। তবে তা-ই যদি সত্যি হয়, তবে পাল্টা দোষারোপে ভেঙে পড়তেই পারে সেলেবদের তাসের ঘর। যেমন সেলেবদের মাইনে করা পিআর সংস্থা সাংবাদিকদের রীতিমতো 'ইনভিটেশন' পাঠান, 'অমুক সময়ে অমুক পার্লার থেকে চুল কেটে বেরোবেন অমুক সেলেব্রিটি। দয়া করে আপনাদের প্রতিনিধি পাঠান।' একইভাবে কোন সময় কোন সেলেব কোন বাড়ি, কোন রেস্তরাঁ থেকে বেরোবেন, কোন সময় ধরবেন ফ্লাইট, এই সমস্ত খবর তো সেলেবদের টিমই পাঠিয়ে দেয় সাংবাদিকদের! যাতে পাপারাৎজ়ির ক্যামেরার ফ্ল্যাশে তাঁরাও জনপ্রিয়তার স্বাদ পান। করিনা কপূর খান তো নিজেই বাড়ির অন্দরমহলের ছবি ভরে ভরে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর সোশ্যাল হ্যান্ডলে। ছাদের কোন অংশে তিনি তৈমুর ও জেহ্‌কে নিয়ে যোগাভ্যাস করেন, কোন দেওয়ালে সেফ রং করছেন, কোথায় বসে তিনি লেখাপড়া করেন, ঘরের প্রবেশদ্বার কেমন দেখতে, সেফ কোন ঘরে বসে তৈমুরকে পড়ান, কোথায় বসে আড্ডা দেয় গোটা পরিবার... এমনকি ঘটনার দিন করিনা যে সোনম, রিয়া ও করিশমার সঙ্গে ওয়াইন সহযোগে পার্টি করছিলেন, সে খবর তো করিশমার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকেই সকলে জেনেছেন! ফলে মিডিয়াও পাল্টা বলছে, সেলেবরাও জানেন না কতটা

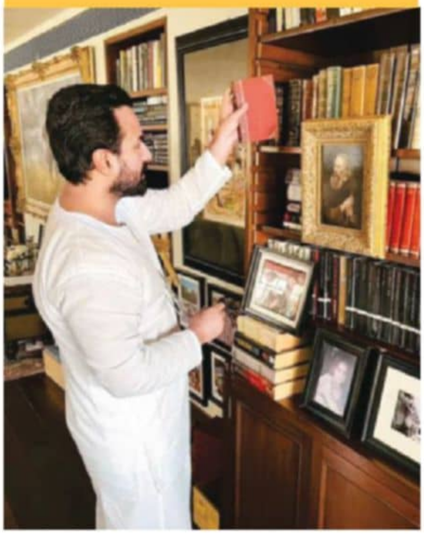
করিনা কপূর খান তো নিজেই বাড়ির অন্দরমহলের ছবি ভরে ভরে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর সোশ্যাল হ্যান্ডলে। ছাদের কোন অংশে তিনি তৈমুর ও জেহ্‌কে নিয়ে যোগাভ্যাস করেন, কোন দেওয়ালে সেফ রং করছেন...



চার সন্তানকে নিয়ে বাড়ির ছাদে

প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন

- হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া সেফের গলায় কোনও ক্ষতের চিহ্ন দেখা গেল না কেন?
- সিঁড়ি এবং করিডোরে এত কম সিসিটিভি কেন?
- নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে কী করে শরিফুল বিল্ডিংয়ে ঢুকল?
- বিল্ডিংয়ে ঢোকার গেটে কোনও সিকিয়োরিটি চেকিং কি নেই?
- এলিয়ামার বয়ান অনুযায়ী শরিফুলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে টানাপড়েন চলছিল তাঁদের। এতক্ষণে বিল্ডিংয়ের সিকিয়োরিটি উপরে আসেনি কেন?
- সিকিয়োরিটি অ্যালার্ম বাজার পরও কেন বিল্ডিংয়ের ক্যাম্পাসে তল্লাশি চালানো হয়নি? শরিফুল তো সেফের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ওই বিল্ডিংয়ের বাগানেই লুকিয়েছিল!



স্টাডিতে সেফ

প্রচার যথেষ্ট, জীবনের কোন অংশে বাইরের লোককে উঁকি দিতে দেবেন না।

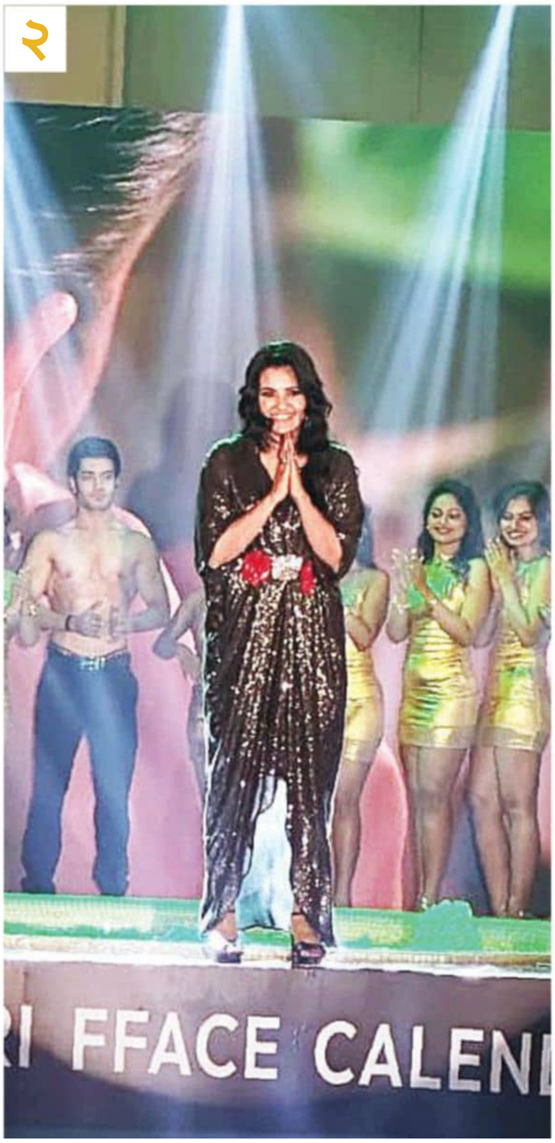
শেষ যে প্রশ্নটি কেবল সেলেব নয়, আমাদের সকলকেই ভাবাচ্ছে, তা হল... মুম্বইয়ের তারকাদের নিরাপত্তা যদি 'দেশের সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর'-এ এমন হয়, তা হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কি নেহাতই প্রহসন? সেফ আলি খান প্রচুর সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তবে এমন চাঞ্চল্যকর স্ক্রিপ্ট তাঁর ছবিতেও থাকে না। কে এই স্ক্রিপ্টের রচয়িতা, তার রহস্যোদ্ঘাটনের অপেক্ষায় আমরা।

শীতের আমেজ এখনও কাটেনি। তার মধ্যে কনসার্ট, ছবির প্রচার, খাওয়াদাওয়া এসব তো আছেই। সেলেবদের নিত্যদিনের সঙ্গী

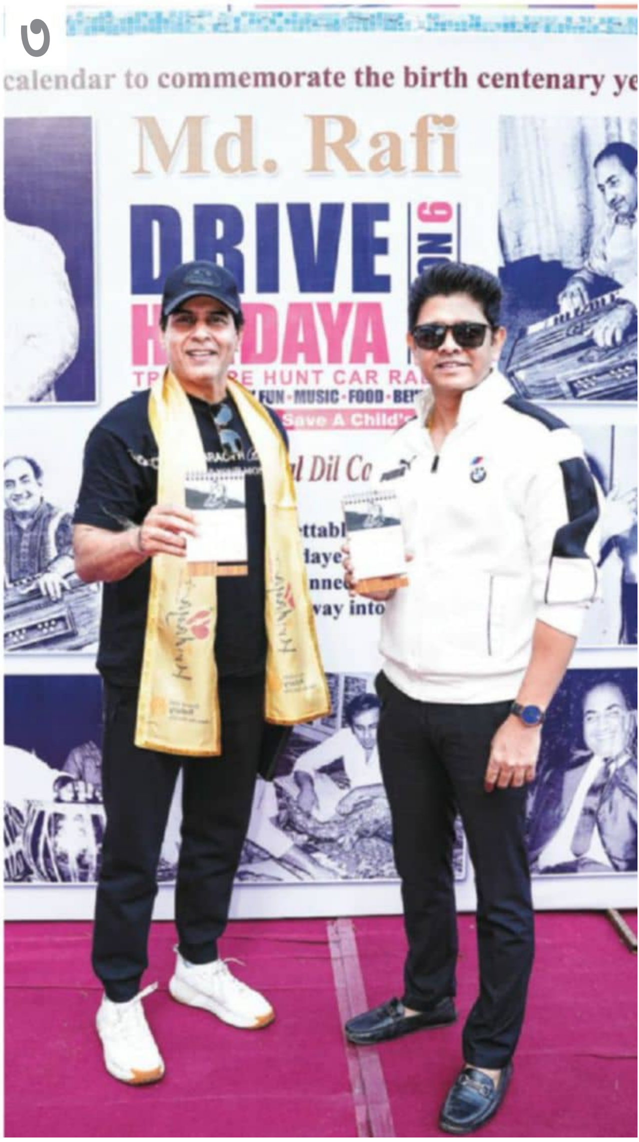
আনন্দলোক



১



২



৩



৪



৫



৬

১ নতুন বাংলা ছবি 'এই রাত তোমার আমার'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন এবং অঞ্জন দত্ত

২ একটি বিউটি পেজেন্টের ক্যালেন্ডার ফেস হলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। সেই অনুষ্ঠানেই বাকি মডেলদের সঙ্গে তিনি

৩ মহম্মদ রফির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করলেন অমন বর্মা

৪ সৌরভ দাসের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে দর্শনা বণিক

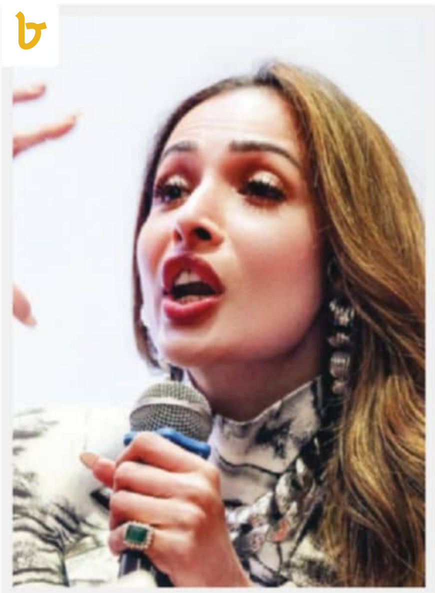
৫ শেষ হয়ে গেল 'হরগৌরী পাইস হোটেল'। সেই উপলক্ষে সিরিয়ালের সেটেই পার্টির আয়োজন হল

৬ সল্টলেকে এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করলেন ইমন চক্রবর্তী

৭



৮



৯



ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ১





৭ রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে আড্ডায় বিপ্লব, চিরঞ্জিত, প্রসেনজিৎ, দেবদূত, শঙ্কর, দেবযানী, ঋতুপর্ণা, কৌশিক, রূপা ও জিৎ

৮ একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন মলাইকা অরোরা

৯ নতুন হিন্দি ছবির শুটে রশ্মিকা মন্দানা ও ভিকি কৌশল

১০ একটি গাড়ি লঞ্চ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কার্তিক আরিয়ান

১১ দমদম উৎসবে গান গাইছেন মোনালি ঠাকুর

আমার চুল পড়ে যাচ্ছে কেন, তা নিয়েও লোকে

প্র আপনাকে নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ আছে। আমি এক এক করে বলছি। প্রথম অভিযোগ, আপনার সিনেমা মুক্তি ছাড়া আপনি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন…

যারা এই অভিযোগ করছে, তারা কারা? যদি আপনি মিডিয়ার কথা বলেন, তাহলে বলব, আমি সত্যিই খুব একটা সাক্ষাৎকার দিই না। আমার কাজ অভিনয় করা। তার বাইরে সিনেমা সংক্রান্ত প্রচারের সময়ে প্রেসের সামনে আসা আমার দায়িত্ব। এর বাইরে মিডিয়ায় আসার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, আমার খুব একটা কিছু বলারও থাকে না।

প্র দ্বিতীয় অভিযোগ, আপনাকে ফোনে পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, এটা খানিকটা সত্যি। ফোন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি একটু অমনোযোগী। তবে কাজ সংক্রান্ত সব যোগাযোগ কিন্তু ফোনেই হয়। কল টাইমও ফোনেই দেওয়া হয়।

প্র তৃতীয় অভিযোগ, কিছু-কিছু পরিস্থিতিতে আপনি স্পষ্টবক্তা। কখনও কখনও নাকি খিটখিটে এবং উদাসীনও। কী বলবেন?

এ তো আমার নিজস্ব ব্যাপার। এটা নিয়ে অভিযোগ করলে, আমার চুল পড়ে যাচ্ছে কেন, তা নিয়েও লোকে অভিযোগ করতে পারেন! তবে আমি খিটখিটে কিনা জানি না। অনেকের কাছে আমি খুব প্লেজেন্ট। কাছের মানুষরা, মানে আমাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা এরকম অভিযোগ করবেন না।

প্র নতুন বছরে আমরা সকলেই রেজ়লিউশন নিই। আপনার এই বছরে রেজ়লিউশন কী?

আমি বহু রেজ়লিউশন নিয়েছি এর আগে। এত বার ব্যর্থ হয়েছি যে, আর বাৎসরিক রেজ়লিউশন নিতে চাই না। আমি সাত দিন ধরে রেজ়লিউশন নিই। আমার মনে হয়, আমি একদম ডিসিপ্লিনড নই। স্ট্রেচিং, বই পড়া বা কাজ সংক্রান্ত পড়াশোনা সব মিলিয়ে সাত দিনের রুটিন করি। খানিক সফল হই, খানিক ব্যর্থ হই। এই যেমন, কাল থেকে (সাক্ষাৎকারের পরের দিন) সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' এর শুটিং শুরু হবে। শুটিংয়ের মাঝে সকালবেলাগুলো নিজের কাজ করব।



■ 'অপরিচিত'র শুটিং সেটে



■ 'ভাগ্যলক্ষ্মী'র দৃশ্য

'ভাগ্যলক্ষ্মী' 'অপরিচিত', 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'…একের পর এক ছবি মুক্তি পাচ্ছে তাঁর। সঙ্গে চলছে নতুন ছবির শুটিং। তার মধ্যেই সময় বের করে কথা বললেন **ঋত্বিক চক্রবর্তী**। শুনলেন

আসিফ সালাম

প্র 'ভাগ্যলক্ষ্মী', 'অপরিচিত', 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'…তিনটি রিলিজ় নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন? সঙ্গে নতুন ছবির শুটিং।

'ভাগ্যলক্ষ্মী' ও 'অপরিচিত' একদিনে মুক্তি পেয়েছে। তার আগে প্রচার করেছি পুরোদমে। তারপর চলল 'সত্যি বলে...'র প্রচার। তবে এগুলো কাজেরই অঙ্গ। একটু প্রেশার আছে। কিন্তু তা তো চলতেই থাকবে।

প্র বাঙালি দর্শকের ধারণা আছে যে, ঋত্বিক চক্রবর্তী ছবিতে থাকা মানে সেই ছবির কনটেন্ট ভাল হবে। ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি কোনও চাপ সৃষ্টি করে?

একজন অভিনেতা সম্পর্কে এমন ধারণা আশীর্বাদস্বরূপ। তবে আমি যে এফর্ট দিই ছবির পিছনে, তার সঙ্গে এই ধারণার সম্পর্ক নেই। কোন ছবি আমাকে কতটা মুগ্ধ করছে, কাজ নিয়ে আমি কী ভাবছি, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। আমি যদি আগে কখনও না করা একটা চরিত্র করতে পারি, তার দিকেই মূল মনোযোগ দিই। দর্শকের ধারণা তারই বাই প্রডাক্ট।

প্র ভাগ্যে কতটা বিশ্বাস করেন?

করি না। আমি কর্মে বিশ্বাস করি। তবে পুরোটা যে কর্ম করে করা যাবে, তাও বিশ্বাস করি, তেমন নয়। কিন্তু নিজের কাজ করে যেতে হবে, এটা সত্যি। জীবন আপনাকে নানা রকম ভাল-খারাপ সারপ্রাইজ় দেবে। কিন্তু তাকে গ্রেসফুলি গ্রহণ করতে করতে এগোনোর যে আনন্দ, আমি তাকেই আপন করে নিতে চাই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় কমে যায়। ভাগ্য যদি আগে থেকে কেউ নির্ধারণ করে দেয়, ভাগ্যেই যদি শুধু বিশ্বাস করি, তাহলে সেই বিস্ময়টুকুও থাকবে না। বড্ড আলুনি হয়ে যাবে জীবনটা।

প্র মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভ থেকে বর্তমানে টলিউডের অন্যতম শক্তিশালী অভিনেতা হিসেবে



অভিযোগ করতে পারেন: ঋত্বিক চক্রবর্তী



ছবি: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

ঋত্বিক চক্রবর্তী

প্রতিষ্ঠা পাওয়া...এই জার্নিতে ভাগ্যের কোনও ভূমিকা নেই বলছেন?

যাঁরা ভাগ্যে বিশ্বাস করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চয়ই ভাগ্য। পুরোটাই যে কর্মের উপর, তা হয়তো নয়। মন দিয়ে কাজ করেছি বলেই এতগুলো কাজ পেয়েছি, তাও নয়। মানুষের আমার কাজ ভাল লেগেছে, পরিচালকদের মনে হয়েছে এর উপরে ভরসা করা যায়... এগুলো অনেক কিছুর যোগফল। সেখানে খানিকটা ভাগ্য থাকলেও থাকতে পারে। সবটা আমার হাতে নেই। যেটা আমার হাতে নেই, তা আমার ভাগ্য কি না, নিশ্চিত করে বলতে পারব না।

প্র সম্প্রতি দেবের 'খাদান' নিয়ে আপনার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল। আসলে কী ঘটেছিল? আপনার কী মনে হয়েছিল ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত চারটি ছবির মধ্যে একটিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে?

এই পোস্টটা আমাকে শিখিয়েছে যে, কথাটা আমি অন্য আর এক ভাবে বলতে পারতাম। তাহলে হয়তো আরও স্পষ্ট করতে পারতাম নিজের বক্তব্য। আমি বলতে চেয়েছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক মানুষ সিনেমা ও সিনেমার ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে থাকেন। সেই বলতে থাকা এমন জায়গায় পৌঁছয় যেখানে 'আমার ছবি সফল হোক, বাকি ছবি নিপাত যাক', এই কথা উঠে আসে। আমার কোনও ফ্যানও এরকম বললে আমি বলব 'না' বলতে। সব ছবির দর্শক এক নয়। এ ধরনের প্রচারের মধ্যে যে টক্সিক ব্যাপার আছে, তাকে অ্যাড্রেস করতে চাইছিলাম। কিন্তু তা ঠিকমতো অ্যাড্রেসড হয়নি।

প্র আপনি দেবের সঙ্গে কাজও করেছেন। আপনার ওই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের পর দেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত সমীকরণ কিছু বদলেছে?

আমাদের কথা হয়নি। কিন্তু দেখা হলে আমাদের কথা হয়। যেহেতু দেবের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করিনি, তাই ফোনে কথা হয়নি এর মাঝে। আমি জানি না, দেবের খারাপ লেগেছে কিনা। তবে ও খুবই পরিণত। আশা করি, ও বুঝতে পারবে। বুঝতে না পারলে


ছবি: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

■ ঋত্বিক চক্রবর্তী

নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলবে।

প্র আপনি 'খাদান' দেখেছেন?

প্রচণ্ড কাজের চাপ যাচ্ছে। দেখতে পারিনি। 'সন্তান'এর প্রিমিয়ারেও যেতে পারিনি।

প্র একজন তারকার সঙ্গে পাঁচজন বাউন্সার থাকেন, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার থাকেন। আপনি খুবই সাধারণ জীবনে বিশ্বাসী। ওই জীবন হলে মানিয়ে নিতে পারতেন?

আমি যা-ই হই না কেন, আমি তো আমিই থাকব। এমন কিছু আমি জীবনে জুড়তে চাই না, যার সঙ্গে আমি কমফর্টেবল নই। বা যাতে আমি আলাদা করে বিশ্বাস করি না। একজন তারকা কোথাও গেলে মবড হয়ে যেতে পারেন। তাই তাঁর বডিগার্ডের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনের জন্য হলে কিছু করতে আপত্তি নেই। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ভাল লাগে না।

প্র আপনার সহকর্মীরা শাসক দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে থাকেন। আপনার কাছেও নিশ্চয়ই প্রস্তাব এসেছে। রাজনৈতিক প্রস্তাব এড়িয়ে চলা কতটা কঠিন?

আমার মনে হয় না খুব কঠিন। আমার ইচ্ছের ব্যতিরেকে কেউ আমাকে কোনও রাজনৈতিক দলে যুক্ত করতে পারবে না। চেষ্টাও করেনি কেউ সেভাবে। যাঁরা রাজনীতি করতে চান, তাঁরাই করেছেন। আমি কোনও প্রেশার কোনও দলের কাছ থেকে পাইনি। হয়তো কোনও মিটিং, মিছিলে আসতে বলেছেন। সেখানে একবার না বললে, বারবার কেউ ডাকেনি।

প্র রাজনীতি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির উপর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়? সম্প্রতি পরিচালকদের সঙ্গে গিল্ডের সমস্যাতেও রাজনীতি জড়িয়ে...

সে তো রাজনীতি সর্বত্রই প্রভাব ফেলেছে। পরিচালকদের যে ঘটনার কথা বলছেন, তা আমি মন দিয়ে শুনেছি। তাঁদের কথায় যুক্তি আছে। একটা ছোট ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসায় বাধা তৈরি হচ্ছে বলে তাঁরা পরিসংখ্যান দিয়েছেন। এগুলো তো সত্যি ঘটনা। ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ হোক, আমরা সবাই চাই। যে সিস্টেম বাধা তৈরি করছে, তাকে মেনে নেব কেন?

প্র পুজোয় একসঙ্গে ছবি মুক্তি কি বাংলা সিনেমার স্বার্থের পরিপন্থী?

পুজোর সময়ে অনেকগুলো ছবি একসঙ্গে মুক্তি পায়। আগে বাইরে থেকে মনে হত, অনেকগুলো ছবি ক্ল্যাশ করছে! পরে মনে হয়েছে, আমি ভুল ভাবতাম। কারণ অনেক বেশি মানুষ ছবি দেখেন ওই সময়ে। ফলে, সব ছবিরই ফল ভাল হয়। ছবি যিনি তৈরি করেছেন, তিনি বোধহয় আমার চেয়ে বেশি বুঝবেন ব্যবসার ব্যাপারে। মানুষ সব ছবিই তাঁদের মতো করে দেখছেন। অনেকে দু'তিনটে ছবি দেখেছেন, সবগুলোই ভাল লেগেছে। দর্শক নিজের ছবি খুঁজে নিয়েছেন। আবার ছবিও নিজের দর্শক খুঁজে নেয়। ফলে অনেক কিছুই ভাল হয়েছে।

প্র প্রযোজকদের তরফে অনেক সময়ে বক্স অফিসের সঠিক অঙ্ক দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

আমি এ নিয়ে কিছু বলতে চাই না। যাঁর ব্যবসা তিনি বুঝবেন। যিনি ওই ব্যবসার অঙ্কগুলো দেন, তিনি আমার অভিনয় নিয়ে কিছু বললে আমি শুনব না। তাই এ ক্ষেত্রেও ওঁর কারও কথা না শোনা উচিত।


■ 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'র মহরত অনুষ্ঠানে



বিরাট-রোহিত কতদিন?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির পরই ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে এই দুই ক্রিকেট মহাতারকার।

সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সফরের পর এটা অন্তত ঠিক হয়ে গেল যে, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে ভারতীয় ক্রিকেটের টেস্ট জার্সিতে আর বেশিদিন দেখা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কবে অবসর নেবেন তাঁরা? গত বছর ব্যাটে একেবারেই রান ছিল না রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। রোহিত তাঁর শেষ আটটি টেস্টে ১০.৮৩ গড়ে ১৬৪ রান করেছেন। কোহলি শেষ ১০টি ইনিংসে ২২.৪৭ গড়ে ৩৮২ রান করেছেন। নিউ জিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরেই রোহিত ও কোহলির অবসরের জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। তবে আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির দলে তাঁরা। এই প্রতিযোগিতার জন্যই কি বাঁচলেন দুই ক্রিকেটার? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির ১৫ জনের দলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রয়েছেন বিরাট কোহলিও। সেখানেই নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়েছেন, আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির কথা ভাবছেন তাঁরা। আগরকর বলেছেন, "চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি আর এক মাস বাকি। এরা প্রত্যেকেই এক দিনের ক্রিকেটে দুর্দান্ত ক্রিকেটার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি শেষ হওয়ার পরে আমরা আলোচনায় বসব। কিন্তু এখন শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিই আমাদের লক্ষ্য।" আগরকরের কথায় স্পষ্ট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির জন্যই এখন কোনও ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না তাঁরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত। অর্থাৎ, দু'মাস পরেই রোহিত, কোহলিদের নিয়ে আলোচনায় বসবেন আগরকরেরা। নির্বাচক প্রধান স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও এক বা দু'জন ক্রিকেটার নন, বেশ কয়েকটি বিষয়েই আলোচনায় বসবেন তাঁরা। আগরকর বলেছেন, "এক বা দু'জন ক্রিকেটারকে নিয়েই শুধু আলোচনা করব না। সামনের দিনে আমরা কোন পথে এগোব, তা নিয়েও আলোচনা হবে। তবে সে সব চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি শেষ হওয়ার পরে।" তা হলে কি দু'মাস পরেই স্পষ্ট হবে রোহিত, কোহলির ভাগ্য? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খারাপ ফর্মের কারণে শেষ টেস্টে খেলেননি রোহিত। ভারতীয় দলের কোনও অধিনায়ককে এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে বলে জানা নেই। যদিও সেই টেস্ট চলাকালীন রোহিত স্পষ্ট করে দেন, দলের স্বার্থে শুধু একটি টেস্টে তিনি বাইরে বসেছেন। এখনই অবসর নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা তাঁর নেই। পাশাপাশি কোহলিও অবসর নিয়ে কোনও ইঙ্গিত দেননি। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে চাইছেন দুই ক্রিকেটার। কিন্তু তাঁরা খেলতে চাইলেও ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচকরা কি তারকাপ্রথা মেনে নিতে পারবেন?

ভারতে প্রিয়ঙ্কা

দাবানলের আগুনে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে লস অ্যাঞ্জেলেস। বর্তমানে যেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী ছিলেন তিনিও। বর্তমানে নিজেকে হলিউডের অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যস্ত প্রিয়ঙ্কা। তবে এরই মাঝে একটি দক্ষিণী ছবিতে কাজ করার জন্য দেশে ফিরলেন তিনি। এসএস রাজামৌলি এবং মহেশ বাবুর আগামী ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে প্রিয়ঙ্কাকে। লস অ্যাঞ্জেলেসের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে হায়দরাবাদ এসে উপস্থিত অভিনেত্রী। আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন রাজামৌলির অফিসে। জানা গিয়েছে, বিশ্বের একাধিক মহাদেশকে এই ছবির শুটিং স্পট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিগ বাজেটের গ্লোবাল ছবি বলেই হয়তো এই ছবির জন্য রাজি হয়েছেন প্রিয়ঙ্কা। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু ঘোষণা করা হয়নি। ছবির প্রাথমিক আলোচনা শেষে হতেই দুবাইয়ের পথে রওনা দিয়েছেন তিনি।



প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

সুস্থ আছেন

কমেডি চরিত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কাজ করেছেন ধারাবাহিক এবং একাধিক সিনেমায়। হঠাৎই হৃদরোগে (সকলের প্রথম অনুমান) আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান অভিনেতা টিকু তালসানিয়া। রেশমি দেসাইয়ের গুজরাতি ছবির প্রিমিয়ারে গিয়েই অসুস্থ বোধ করেন। তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই চিকিৎসক জানান, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত ৭০ বছরের প্রবীণ অভিনেতা টিকু। তবে এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর মেয়ে শিখা তালসানিয়া জানিয়েছেন, এখন বেশ ভাল আছেন অভিনেতা। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।



টিকু তালসানিয়া

মুখ ভার তাঁর

বন্ধ কাজ, গৃহবন্দি রশ্মিকা। জিমে শরীরচর্চা করার সাময় পায়ে চোট পান অভিনেত্রী। ডান পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন। সমাজ মাধ্যমে ছবি দেখেই বোঝা গিয়েছে, বেজায় মন খারাপ তাঁর। এদিকে রশ্মিকার হাতে রয়েছে একগুচ্ছ কাজ। যদিও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই 'সিকন্দর', 'থামা', 'কুবেরা' সব ছবির সেটেই গিয়ে হাজির হবেন তিনি। কিন্তু তা ক'দিনে অভিনেত্রী নিজেও জানেন না। বর্তমানে 'সিকন্দর' ছবির শুটিং করছিলেন রশ্মিকা। তাঁর চোটের কারণেই বন্ধ সেই ছবির কাজ। কাজ করতে না পারার জন্য পরিচালকদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন অভিনেত্রী।



ইয়ামি গৌতম

পর্দার 'শাহ বানো' ইয়ামি

পর্দায় শাহ বানোর চরিত্রে অভিনয় করবেন ইয়ামি গৌতম। মাতৃত্বকালীন দীর্ঘ ছুটির পর এটাই তাঁর প্রথম কাজ। তিন তালাক বিচ্ছেদের পর ১৯৮৫ সালে স্বামীর কাছে ভরণপোষণের দাবি করেছিলেন শাহ বানো। মামলা করেছিলেন তিন তালাকের বিরুদ্ধে। সাত বছর পর সুপ্রিম কোর্টে জয় হয়েছিল তাঁরই। সেই ঘটনা অবলম্বনে ছবি তৈরি করছেন সুপর্ণ বর্মা। মুখ্য চরিত্রে ইয়ামি গৌতম। এছাড়াও ইয়ামিকে আগামী দিনে দেখা যাবে 'ধুম ধাম' ছবিতে। এই ছবিতে নায়কের চরিত্রে থাকবেন প্রতীক গান্ধী।



পায়ে চোট নিয়ে রশ্মিকা



কার্তিক আরিয়ান। দীপিকা-রণবীর (ইনসেটে)

কার্তিকের ছবিতে চমক

ফের পর্দায় রণবীর-দীপিকা জুটি! এ যেন সত্যিই বিস্ময়কর। তবে এ কথা মিথ্যে নয়। এক দশক পর বড়পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন রণবীর কপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোন। তবে তা ক্যামিও চরিত্রে। কার্তিক আরিয়ানের আগামী ছবি 'তু মেরি ম্যায়ঁ তেরা, ম্যায়ঁ তেরা তু মেরি'-তে দেখা যাবে 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'র পুরো টিমকে। পর্দায় আরও একবার দেখা মিলবে কবীর-নয়না জুটির। ২০২৬-এ বড়পর্দায় মুক্তি পাবে সমীর বিদ্বান পরিচালিত এই ছবিটি। যেখানে কার্তিকের বিপরীতে থাকবেন শরবরী ওয়াঘ। এই ছবির প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন করণ জোহর। উল্লেখ্য, এই ছবির হাত ধরে প্রথম বার একসঙ্গে কাজ করবেন কার্তিক-করণ।



মুম্বইতে কোল্ডপ্লে-র কনসার্ট

মুম্বইতে কোল্ডপ্লে ম্যাজিক

চাকচিক্য, আতিশয্য ও তারকা ছটা...মুম্বইতে কোল্ডপ্লে কনসার্টের বিস্তারিত গল্প তুলে ধরলেন **আসিফ সালাম**

জনপ্রিয় ব্রিটিশ রক ব্যান্ড 'কোল্ডপ্লে' ভারতে আসতে চলেছে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ফ্যানদের যেন আর তর সইছিল না! এবারের ভারত সফরে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন মুম্বই ও আহমেদাবাদকে। মুম্বইতে ছিল তাঁদের তিনটি পারফরম্যান্স। আকাশছোঁয়া টিকিটের চাহিদা, তুঙ্গে ওঠা হোটেল ভাড়া ও তুমুল ভিড় উপেক্ষা করেও যেন জন প্লাবন হয় ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে।

মধ্যমণি শাহরুখ

মুম্বইতে ১৯ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে ক্রিস মার্টিনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন শাহরুখ খান! না, কিং খান সশরীরে কনসার্টে ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু 'কোল্ডপ্লে'র লিড ভোকালিস্ট ক্রিস মার্টিনের মুখে শোনা গেল তাঁর নাম। মঞ্চে অনুষ্ঠানের সময়ে ক্রিস বলে ওঠেন, 'শাহরুখ খান ফরএভার'। স্বভাবতই, কিং খানের অনুরাগীরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন স্বয়ং শাহরুখও। ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখেন, 'ক্রিস মার্টিন ফরএভার অ্যান্ড এভার।' আন্তর্জাতিক সঙ্গীত তারকা ও ভারতীয় সুপারস্টারের এই পারস্পরিক অনুরাগ মুম্বই কনসার্টের অন্যতম হাইলাইট ছিল নিশ্চয়ই। তবে মুম্বইয়ের মন জিততে শুধু কি শাহরুখ-অনুরাগই দেখালেন ক্রিস? মোটেও না। একটি অনুষ্ঠানে হিন্দিতে কথা বলেছেন তিনি। মঞ্চে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলেন, "মুম্বই মেঁ আ কর হমেঁ বহুত খুশি হো রহি হ্যায়।" এমনকি মঞ্চে উঠে ব্রিটিশদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাও চান ক্রিস। বলেন, "ব্রিটিশরা যা করেছে, তা ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।" তাঁর প্রেমিকা অভিনেত্রী ডাকোটা জনসনের হাত ধরে মেরিন ড্রাইভ থেকে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির...সব জায়গা চষে ফেলেন তিনি।



সেলিম-সুলেমান, শ্রেয়া ঘোষাল সহ বাকিরা



অম্বানী পরিবার থেকে রাজ-শুভশ্রী...দর্শক কারা?

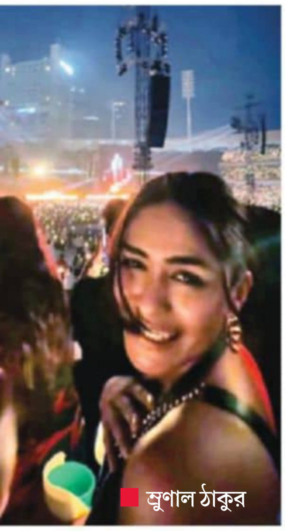
মুম্বইয়ের দ্বিতীয় কনসার্টে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে যেন বসেছিল তারকার মেলা! আকাশ অম্বানী ও স্ত্রী শ্লোকা অম্বানী ছিলেন

মঞ্চের একেবারে সামনের দিকে। গ্যালারি স্ট্যান্ডে ছিলেন নব্য নভেলি নন্দা ও সুহানা খান। ছিলেন গৌরী খান, মৃণাল ঠাকুর, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, ঋদ্ধি ডোগরা, পত্রলেখা, বিজয় ভর্মা, পাপন-সহ অনেকে। সপরিবার উপস্থিত ছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। বাবা ও স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রেয়া ঘোষালও। টলিউড থেকে উজ্জ্বল প্রতিনিধিত্ব রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের। মঞ্চে ক্রিস মার্টিন গাইছেন 'স্কাই ফুল অফ স্টারস'। আর তখন চোখের জল বাঁধ মানছে না শ্রেয়ার। পাশে তাঁর ৭০ বছর বয়সি বাবাও হাজির। শ্রেয়া পরে ভিডিয়ো পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে লেখেন, "এটা আমার দেখা কোল্ডপ্লে-র দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। তোমরা মুম্বই ম্যাজিক করলে। এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। তাই চোখের জল আটকাতে পারলাম না।" ওই গানের সঙ্গেই নাচতে দেখা যায় শুভশ্রীকে। অভিনেত্রীর কাছে এই কনসার্ট যেন স্বপ্নের মতো। কনসার্টের একাধিক ছবি থেকেই স্পষ্ট, সুদূর কলকাতা থেকে তাঁদের উড়ে যাওয়া সার্থক! ব্যান্ডের জনপ্রিয় গান 'ইয়েলো'র সঙ্গে গলা মেলাতে দেখা গেল

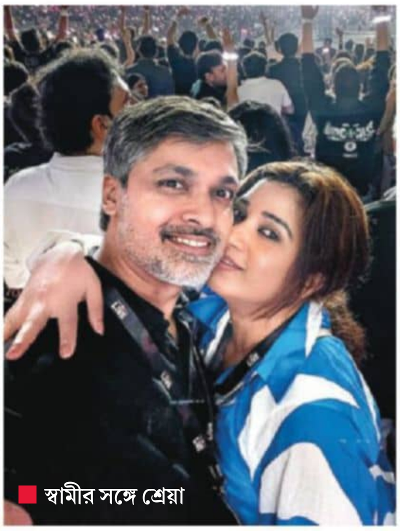


জসলীন রয়্যালের ওপেনিং অ্যাক্ট

আগে থেকেই। ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামের আশেপাশে থাকার জন্য কোনও হোটেল রুমই পাওয়া যাচ্ছিল না গত ডিসেম্বর থেকে। নভি মুম্বইয়ের ২০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থাকা হোটেলগুলির ঘর ভাড়া জানুয়ারির ১৮-২১ তারিখের জন্য নাকি পৌঁছে গিয়েছিল সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকায়! টিকিটের চাহিদাও ছিল তুঙ্গে। দেড় লাখ টিকিটের জন্য প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ শ্রোতা লড়াই করেন। তবে কনসার্টে উপস্থিত একাধিক শ্রোতা-দর্শক অভিযোগ করেন মিসম্যানেজমেন্টের। এত বড়মাপের কনসার্টে সবকিছু নিখুঁত হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। তবুও, ছোট ছোট খামতিগুলি বেশ সমস্যা তৈরি করে উপস্থিত দর্শকের জন্য। দর্শকের সুবিধার্থে একাধিক স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলেও তার টাইমিং ও প্ল্যাটফর্ম নম্বর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়। ভেনুতে কিছু কিনতে গেলে ডিজিট্যাল ব্যান্ডের মাধ্যমে কিনতে হত, কিন্তু সেখানেও দেখা দেয় নেটওয়ার্কের সমস্যা। পেমেন্টের সমস্যার জন্য অনেকে নাকি জলের বোতলটুকুও কিনতে পারেননি। হাঁটাচলায় অসুবিধে যাঁদের, তাঁদের জন্য বিশেষ কোনও



মৃণাল ঠাকুর



স্বামীর সঙ্গে শ্রেয়া



সপরিবার সচিন তেন্ডুলকর



রাজ-শুভশ্রী

মৃণাল ঠাকুরকে। নিজের একাধিক শোয়ের ফাঁকে সময় বার করে হাজির ছিলেন পাপনও।

ট্রোলড হলেন জসলিন

'কোল্ডপ্লে' কনসার্টের ওপেনিং অ্যাক্টে দেখা গেল সঙ্গীতশিল্পী জসলীন রয়্যালকে। কিন্তু তাঁর পারফরম্যান্সে নেটিজ়েনরা মোটেও খুশি নন, তা বোঝা গেল সমাজমাধ্যমের প্রতিক্রিয়াতেই। কেউ কেউ লেখেন, 'জসলীনের চেয়ে শ্রেয়া ঘোষালকে মঞ্চে পেলে ভাল হত।' কেউ আবার ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলেন, 'জসলীন, কেন?' ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে 'উই প্রে ফ্রম মুন'-এ ডুয়েটও গান তিনি। কিন্তু তাঁর পারফরম্যান্সকে সাধারণ মানের বলে দাবি করতে থাকেন নেটিজ়েনরা। বড় মঞ্চে বড় সুযোগ পেয়েও 'ট্রোলড' হলেন জসলীন।

অব্যবস্থার অভিযোগ

ব্রিটিশ ব্যান্ডের পারফরম্যান্স নিয়ে মুম্বই যে মাতোয়ারা হবে, তার আঁচ পাওয়া গিয়েছিল

ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। লক্ষাধিক টাকা টিকিটের পিছনে খরচ করার পরে এমন খামতিতে রুষ্ট অনেকেই।

তবে তার মধ্যেও খোদ মুম্বই নগরীতে এরকম বড় মাপের আর্ন্তজাতিক তারকার সমাবেশ এটাই প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষ কিন্তু বিশ্বের বিনোদন বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য দেশ।



স্ত্রী, মেয়ে এবং পোষ্যর সঙ্গে বরুণ

অন্ধবিশ্বাসের অন্তরালে

বিরাট-অনুষ্কা থেকে শুরু করে নেহা ধুপিয়া অবধি... কেউ প্রচারের আলো থেকে দূরে রাখেন সন্তানদের, কেউ বা অধিক প্রচারের জন্যই নিয়েছেন এমন সিদ্ধান্ত। অন্ধবিশ্বাস আর প্রচার মিলেমিশে যায় এখানেই। বলিউডের সেলেব কিডদের কথা লিখছেন **সাগরিকা চক্রবর্তী**

বাবা-মায়ের খ্যাতি ছুঁয়ে যায় সন্তানদের। বিশেষত তারকা সন্তানদের। পাপারাৎজ়িই অবশ্য তার কাণ্ডারী। তাদের লক্ষ্য এক প্রকার স্থির! যে কোনও মুহূর্তকে লেন্সবন্দি করতে তারা তৎপর। সন্তানদের মুখ প্রকাশ্যে আনতে নারাজ বলিউডের তারকারা। অথচ এটাও যেন এক প্রকার প্রচার। সন্তানদের আড়ালে রাখার পন্থা হিসেবে মুখের উপর জুড়ে দেওয়া হয় স্টিকার বা বিশেষ ইমোজি। অথচ

সন্তানদের সঙ্গে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত সামনে আনতে ভোলেন না তারকারা। নেহাতই অন্ধ বিশ্বাস বলে দাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে তারকাদের এরূপ আচরণকে। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাসের আড়ালে প্রচারের আলো যেন স্পষ্ট। সেই প্রচারে প্রলেপ দেয় সন্তানদের সঙ্গে কাটানো তারকাদের একাধিক মুহূর্ত। রণবীর কপূর থেকে নেহা ধুপিয়া। প্রিয়ঙ্কা চোপড়া কিংবা সোনম কপূর। কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রকাশ্যে আনেন সন্তানদের মুখ, কেউ বা বিশেষ দিনে পাপারাৎজ়ি ডেকে ছবির প্রিমিয়ারের মতো সন্তানদের সামনে আনেন! কেউ কেউ আবার সিনেমাকে মাধ্যম করে কৌতূহল কাটিয়ে আসে প্রকাশ্যে। নজর লেগে যাওয়ার কথাই যদি ধরা হয়, তাহলে এত দিনক্ষণ, তিথি কেন? বয়স বাড়লে নজর লাগবে না এমন কথা তো হাস্যকর! তারকা সন্তানদের জনপ্রিয়তা এই জন্যই ছাপিয়ে যায় তারকাদের জনপ্রিয়তাকেও। সেলেব কিডদের নিয়ে তৈরি হয় সেনসেশন, বাড়তি উত্তেজনা।

সেলের কিডদের ইতিবৃত্ত

খুদে হোক বা বড়, সেলেব কিডরা জানেন কীভাবে তাঁদের তাড়া করে বেড়ায় ক্যামেরার লেন্স। কেউ পার্টিতে যাচ্ছেন, কেউ বা বান্ধবীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটাচ্ছেন, কেউ যাচ্ছেন ঘুরতে। রেহাই নেই! ক্যামেরা যেন তাঁদের সঙ্গী। পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপার বদলে সোশ্যাল মিডিয়াই এখন তাঁদের তারকায়



■ মেয়ে ভামিকার সঙ্গে অনুষ্কা (উপরে), দুই ছেলে-মেয়েকে কোলে নিয়ে বিরাট কিন্তু মুখ ঢাকা (নিচে)

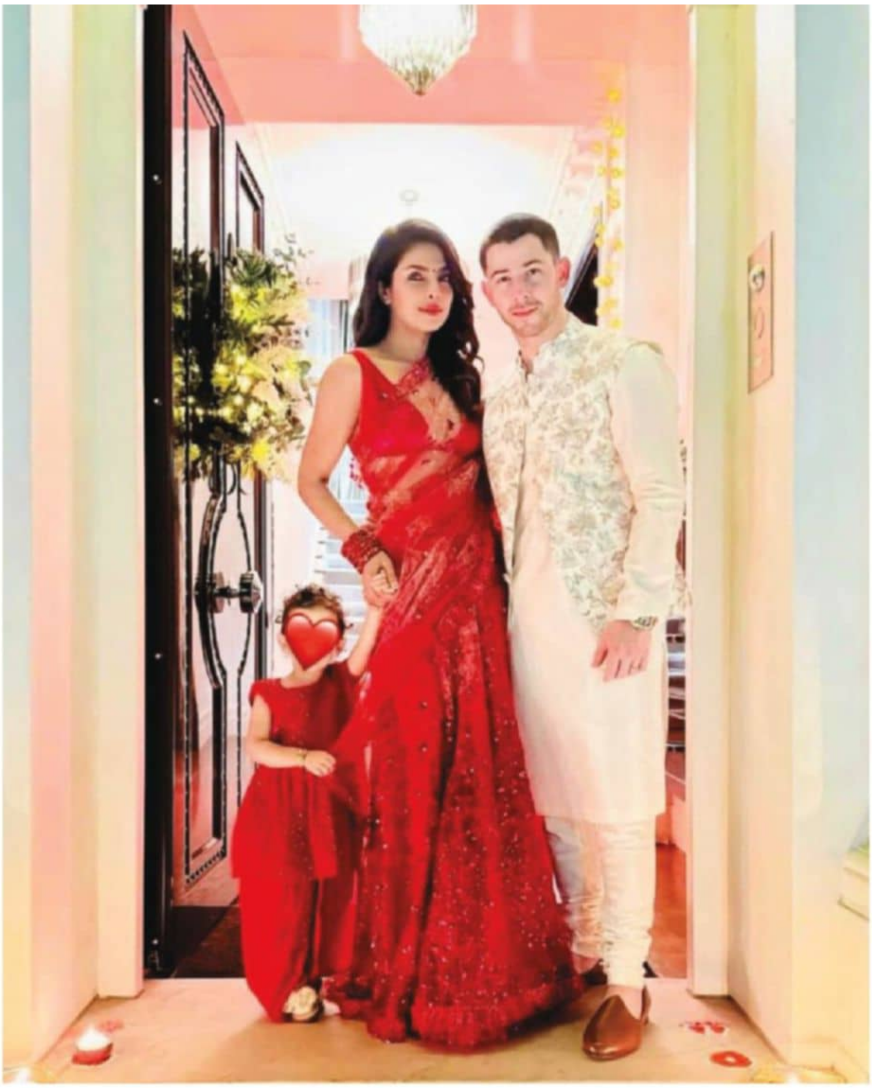




■ মেয়ে দেবীকে নিয়ে বিপাশা-কর্ণ

পরিণত করছে। অভিনেতার সন্তান হলেই অভিনয় করা যায় না ঠিকই, কিন্তু তারকার সন্তান হলে তারকা হয়ে ওঠা যায় সহজেই। অনেক সময় এই বিষয়টা উপভোগ করেন তাঁরাও। যেমন ক্যামেরার সামনে এলেই করিনার একরত্তি পুত্র জেহ্ শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গি দেখাতে। বড়রাও কম যান না! কারণ কেউ কেউ অন্ধবিশ্বাসকে ছাপিয়ে প্রাধান্য দেন সন্তানদের স্বাধীনতাকে। যেমন শাহরুখ খান কখনওই আড়াল করেননি নিজের তিন সন্তানকে। সর্বত্র অবাধ বিচরণ তাঁর তিন সন্তানের। অথচ তাঁদের নিয়েও অনুরাগীদের উন্মাদনা চরমে। আড়ালে না থেকেও তাঁরা জনপ্রিয়। এদিকে সেফ-কন্যা সারা আবার নিজেই ডেকে নেন পাপারাৎজ়ি। চাঙ্কি-কন্যা অনন্যাও তাই। অভিনয় জগতে পা রাখার পর তাঁরা বুঝে গিয়েছেন, কীভাবে নিজেদের লাইমলাইটে রাখা যায়। তাঁদের ছোটবেলাও আবডালে কাটেনি কখনওই। জনপ্রিয়তাই তাঁদের সঙ্গী! তাহলে কি সময়ের সঙ্গে গুরুত্ব

জন্মের পর বিপাশা-কন্যার হার্টে দু'টি ফুটো ধরা পড়ে। মাত্র তিন মাস বয়সে হয় ওপেন হার্ট সার্জারিও। সেই কারণেই কি এত গোপনীয়তা?





মালতীকে প্রকাশ্যে আনতেন না প্রিয়ঙ্কা (উপরে), মেয়ের সঙ্গে খোশমেজাজে প্রিয়ঙ্কা ও নিক (নিচে)

কমছে তারকা সন্তানদের? নাকি সন্তানদের মাধ্যমে নিজেদেরও প্রচারের আলোয় রাখতে চাইছেন তারকারা? ব্যবহার করছেন সন্তানদের! যদিও সন্তানদের প্রকাশ্যে না আনার কারণ একাধিক বার ব্যাখ্যা করেছেন বলিউডি স্টাররা।

গোপনীয়তাই অস্ত্র

সন্তানদের সুরক্ষিত রাখার জন্য, আগলে রাখার জন্য লন্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা। অভিনয়কেও জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনুষ্কা। ২০২১ সালে তাঁদের কন্যা ভামিকার জন্ম। ২০২৪-এ দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন অনুষ্কা শর্মা। অথচ এখনও পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে কাউকেই প্রকাশ্যে আনেননি এই তারকা দম্পতি। ভামিকার দু'-একটি ঝাপসা ছবি কখনও বা ধরা দিয়েছে পাপারাৎজ়ির ক্যামেরায়। ছোট্ট অকায় এখনও অধরা অনুরাগীদের কাছে। কেমন দেখতে ভামিকাকে? কিংবা অকায়কে? তার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শুধু সন্তান নয় নিজেদের জীবনের রোজনামচাও গোপনে রাখতে

চান তাঁরা। মন্দির, মসজিদ কিংবা খেলার মাঠ,সন্তানদের সর্বত্র নিয়ে গেলেও মুখ রাখেন আড়ালে। এখন অবশ্য তাঁদের ছবি কেউ তুললেও, তা আড়ালে রাখেন। এর কারণ, একাধিকবার বিরাট অনুরোধ করেছেন, তাঁর সন্তানদের ছবি যেন না তোলা হয়! ভামিকার ঝাপসা ছবি প্রকাশ্যে আসার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতির মাধ্যমে অনুষ্কা জানিয়েছিলেন, "আমি আমার সন্তানের গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাই। সব জায়গায় ভামিকা যাতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে, সেটাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।" অথচ সন্তানদের গোপনীয়তা বজায় রাখার পাশাপাশি তাদের একাধিক ছবি প্রকাশ্যে আনেন বিরাট এবং অনুষ্কা। কিন্তু সবেতেই মুখে একটা করে ইমোজি। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি নিজেদের প্রচারের আলোয় রাখার জন্য সন্তানদের ব্যবহার করেন বিরুষ্কা?



■ ছবিতে মেয়ের মুখ আড়াল করছেন নেহা



■ দুই সন্তান ও স্বামীর সঙ্গে নেহা ধুপিয়া



■ সোনম ও আনন্দ ছেলে বায়ুর সঙ্গে

ট্রেন্ডে থাকেন

কিছুটা ট্রেন্ড মেনেই নিজের সন্তানের ছবি প্রকাশ্যে আনেননি অ্যাকশন কিং বরুণ ধাওয়ান। পর্দায় সবার পছন্দের হিরো বাস্তবে আসলে মেয়ের হিরো। মেয়েকে আগলে রাখতে সিদ্ধহস্ত বরুণ। নাম রেখেছেন লারা। "মেয়ের কেউ ক্ষতি করলে, তাকে আমি শেষ করে দেব।" এমন কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। সম্প্রতি ক্রিসমাসের দিন স্ত্রী এবং একরত্তি কন্যাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়েছেন বরুণ। অদ্ভুতভাবে সেখানে মেয়ের মুখে একটি ইমোজি সাঁটানো। ঠিক বাকিদের মতো। প্রচার হল ঠিকই কিন্তু প্রকাশ্যে এল না লারার মুখ। উদ্বেগ বাড়ল অনুরাগীদের। হয়তো সব তারকাদের মতো তাঁরাও কোনও বিশেষ দিনে সামনে আনবেন কন্যা লারাকে। ট্রেন্ডে ছিলেন এক সময়ে শিল্পা শেট্টিও। দ্বিতীয় সন্তান জন্মের ঠিক এক বছর পর প্রকাশ্যে এনেছিলেন মেয়ের মুখ। তবে তার কারণ একেবারেই অজানা।



■ বায়ুর মুখ ঢেকেই ছবি দেন সোনম

দেবীর অসুস্থতা

বিয়ের প্রায় ছ' বছর পর কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন বিপাশা বসু। ছোট্ট দেবী বাংলাতেও কথা বলতে পারে। শুধু মুম্বই নয় কলকাতাতেও রয়েছে তার একাধিক ফ্যান-ফলোয়ার। কিন্তু দীর্ঘদিন মেয়ের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি বিপাশা বসু। তবে তাঁর কারণ অবশ্য অন্য। জন্মের পরে দেখা যায় দেবীর হার্ট রয়েছে দু'টি ফুটো। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট রোগে ভুগছিলেন ছোট্ট দেবী। মাত্র তিন মাস বয়সে ওপেন হার্ট সার্জারি হয় তার। এক্ষেত্রে মেয়েকে আগলে রাখা বা আড়ালে রাখা প্রয়োজন। এই ঘটনাকে প্রচার বলে খুব সহজেই দাগিয়ে দেওয়া যায় না। মেয়ের মুখ



■ বাড়ির অনুষ্ঠানে বাবার কোলে একরত্তি রাহা

> সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রথম থেকেই মালতী মারি চোপড়া জোনাস ছিল আড়ালে। প্রিয়ঙ্কা মনে করতেন মালতী তাঁর যুদ্ধ জয়ের ফলাফল...

অবশ্য পরবর্তীতে প্রকাশ্যে এনেছেন বিপাশা এবং কর্ণ। অনুরাগীদের খুলে বলেছেন অতীতের সমস্ত ঘটনা।

রাহাময় সোশ্যাল মিডিয়া

সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে সেলেব কিডদের ভিড় হলেও শো স্টপার কিন্তু রাহা কপূর। রণবীর-আলিয়ার পরিবারের খুদে সদস্য রাহাকে পাপারাৎজ়ি আপন করার আগেই, সে নিজে আলাপ সেরে ফেলেছে সকলের সঙ্গে। ক্যামেরা দেখলে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে হাই-হ্যালো তো রয়েছেই। কখনও কখনও উড়ন্ত চুম্বনও আসে। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মা হন আলিয়া। তাঁর সন্তানকে ঘিরে একটা আলাদাই উত্তেজনা কাজ করত সর্বত্র কিন্তু রাহার দু'বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে গোপনে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কপূর পরিবার। পাপারাৎজ়ির সঙ্গে একটি বৈঠক করেছিলেন নিতু কপূর। সেখানে তিনি বলেছিলেন, দু'বছর পর্যন্ত রাহার কোনও ছবি না তুলতে এবং ছবি তুললেও তা যেন প্রকাশ্যে না আনা হয়। যাকে বলা হয় 'নো ফোটো পলিসি'। আলিয়া অনুরোধ করেন, "ভুলবশত গাড়িতেও যদি কোনওভাবে আপনারা রাহার ছবি তোলেন, তাহলে দয়া করে অপেক্ষা করে যান রাহার দু'বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত। এরপরে আমি আর আটকাব না।" ঠিক তাই! মেয়ে একটু বড় হতেই আনুষ্ঠানিকভাবে পাপারাৎজ়ি দেখে তাঁকে প্রকাশ্যে আনেন রণবীর-আলিয়া। এখন অবশ্য রাহার ছবি তোলায় কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

সিদ্ধান্ত নেবে কে?

বলিউডে যাকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই, তিনি হলেন সোনম কপূর। এখন যোগ হয়েছে তাঁর সন্তানও। সোনমের সোশ্যাল মিডিয়াময় শুধুই তার ছেলে বায়ুর ছবি। কিন্তু কোনওটাতেই ছেলের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। কিছু কিছু ছবিতে রয়েছে তার স্বামী আনন্দও। সেখানেও একই চিত্র। সোনম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কখনওই ছেলেকে প্রকাশ্যে আনবেন না। কিছুটা আড়ালেই বড় করবেন সন্তানকে। বায়ু সমাজ মাধ্যেমে আসবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত বড় হয়ে ঠিক করবে বায়ু নিজেই। হয়ত এই সবই নিজেকে এবং সন্তানকে প্রচারে আলোয় রাখার জন্য করছেন সোনম। বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে আসবে বায়ুও।

নেহার সংযম

মিস ইন্ডিয়া হওয়ার ২০ বছর পর, ২০২২-এ ফের মিসেস ইন্ডিয়া নেহা ধুপিয়া স্টেজে



■ মেয়ের রাহার হাত ধরে রণবীর(উপরে), রাহা আসার আনন্দ আলিয়ার মুখে হাসি (নিচে)





■ মেয়েকে কোলে নিয়ে শিল্পা শেট্টি (উপরে), শিল্পার দুই ছেলেমেয়ে (নিচে)



হেঁটে চলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কোলে ছেলে এবং পাশে মেয়েকে নিয়ে। একবারই ছেলে-মেয়ের ছবি প্রকাশ্যে এনেছিলেন নেহা। সোশ্যাল মিডিয়ার জুড়ে তাঁর সন্তানের একাধিক ছবি। কিন্তু মেয়ে গুড়িয়া কিংবা ছেলে মেহরের ছবিতে সব সময়ই স্টিকার দেওয়া। নজর লেগে যাওয়ার মতো অন্ধবিশ্বাসই যদি হয়, তাহলে মিসেস ইন্ডিয়ার হওয়ার পর কেন সন্তানদের মুখ প্রকাশ্যে এনেছিলেন নেহা। প্রচারের জন্য কি তাঁরা সব করতে পারেন? এ বিষয়ে নেহার বক্তব্য, "ওই দিনটা আমার কাছে একটি বিশেষ দিন ছিল। ওই মুহূর্তটাও আমার কাছে ভীষণ দামি। তাই একবারের জন্য আমার ছোট্ট সন্তানদের প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এরপরই প্রশ্ন উঠে, এর পরে আর কেন নয়? আসলে সন্তানদের সুরক্ষার কথার ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেহা। তিনি জানিয়েছেন, "সন্তানরা প্রচারের আলোয় আসবে কি না, তা বড় হয়ে ঠিক করবে তারা নিজেরাই।"

যুদ্ধ জয়ই কারণ

মালতী মারি চোপড়া জোনাস। এক ঝলক দেখলেই তাকে পুরো বিদেশি মনে হয়। সারোগেসির মাধ্যমে মা হয়েছিলেন প্রিয়ঙ্কা। তাই মেয়েকে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন খানিক। কখনওই প্রকাশ্যে আনেননি মেয়ের কোনও ছবি। তবে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রথম থেকেই মালতী ছিল আড়ালে। প্রিয়ঙ্কা মনে করতেন মালতী তাঁর যুদ্ধ জয়ের ফলাফল। একপ্রকার যুদ্ধ করেই তিনি মেয়েকে পেয়েছেন। তাই একথা স্বীকার করা যায় নজর লাগার ব্যাপারে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই হয়তো আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন আদরের কন্যাকে। তবে বেশিদিন নয়, পরবর্তীতে রাখঢাক না করে, একটি বিশেষ অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে মেয়ের ছবি প্রকাশে এনেছিলেন প্রিয়ঙ্কা। তবে মুম্বই পাপারাৎজ়ির কাছে অধরা তিনি। কারণ প্রিয়ঙ্কার বর্তমান বাসস্থান লস অ্যাঞ্জেলেস।

কিন্তু বারংবার প্রশ্ন ওঠে কেন এই গোপনীয়তা, সুরক্ষা কিংবা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কেন তাঁদের সন্তানদের প্রকাশ্যে আনেন না কিংবা অন্ধবিশ্বাসের ঘেরাটোপে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। কোথাও গিয়ে মনে হবে তাঁরা প্রচারেই প্রলেপ দিচ্ছেন খানিক। সন্তান শুধু নয়, নিজেদেরও লাইমলাইটে রাখতে এমন উপায় বেছে নিয়েছেন তারকারা।

আমি অন্য অনেকের চেয়ে ভাল আছি,

প্র আপনার পরনে দেখছি পিঙ্ক ফ্লয়েড প্রিন্টেড শাড়ি!

হ্যাঁ, আমি গান খুব ভালবাসি। আর ছোটবেলা থেকে পিঙ্ক ফ্লয়েড, পোয়েটস অফ দ্য ফল, লিঙ্কিন পার্ক শুনে বড় হয়েছি। আমার খুব কাছের এক দিদি, উনি বড় ডিজ়াইনারও, শুভাদি। ওঁরই ডিজ়াইন করা শাড়ি এটি।

প্র ছোটপর্দার 'পাখি' থেকে আজকের 'ফেলুবক্সী'র নায়িকা...এই সফরে আপনি কতটা তৃপ্ত?

১৫ বছর হয়ে গেল অভিনয় জগতে। শুধু মাধ্যমটা বদলেছে। আগে টিভির পর্দা আমাকে ডিসিপ্লিন শিখিয়েছিল। কীভাবে ফ্লোরে থাকতে হয়, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়...এগুলোও কিন্তু শিল্পীর জীবনে শেখা প্রয়োজন। বেশ কিছু বছর কাজের পর মাঝে কোভিডও এসেছিল। 'কুসুমদোলা' করি ২০১৮-তে। তারপর ২০২০-তে পরের কাজ। তবে 'ফেলুবক্সী'র আগে এরকম গান, অ্যাকশন, রোম্যান্স-সহ মশলা মুভি করিনি। আবার সঙ্গে খুব সুন্দর গল্পও আছে এই ছবির।

প্র আপনি আগে একটা সময়ে প্রচুর খবরে থাকতেন। এখন কি তা একটু কমেছে? কাজ কমিয়েছেন বলেই এমনটা?

চর্চা যাঁদের করতে ইচ্ছে করবে, তাঁরা করবেন। কারা কেন চর্চা করা কমিয়েছেন আমাকে নিয়ে, তা আমার চেয়ে ওঁরাই ভাল বলতে পারবেন। যা যা কাজ এসেছে আমি করে গিয়েছি পরপর। টিভি থেকে সিনেমায় এসে দেখলাম ১৩-১৪ দিনে শুট হয়। কিন্তু এখন আমি বেছে কাজ করি। আমি যে ধরনের ছবি করতে চাই, সেগুলোই করব। 'মিনিংফুল' কাজ করব বলেই কাজের পরিমাণ কমিয়েছি।

প্র 'ফেলুবক্সী' করতে রাজি হলেন কেন?

এই প্রথম আমি ফাইট সিকোয়েন্স করলাম। এর আগে একটি তেলুগু ছবি করেছি। ওদের ওখানে বড় ছবিগুলি তিন-চার বছর ধরে শুট হয়। ওই ছবির জন্য আমাকে ফাইট শিখতে হয়েছিল। এর আগে 'চিনি', 'সূর্য'তে আমার অথর ব্যাকড চরিত্র ছিল। 'ফেলুবক্সী'তে ফেলুবক্সীই মূল চরিত্র। আমি তার সহকারী। কতটা আমার চরিত্রে দিলে তা 'ওভারপাওয়ারিং' বা 'আন্ডারঅ্যাক্টিং' কোনওটাই হবে না, এটা এই ছবি থেকে আমার শেখা। এই পরিমাপ শেখার জন্যও এমন চরিত্র করা জরুরি।



কাছের মানুষ দেবমাল্যর সঙ্গে



'বোঝে না সে বোঝে না'র দৃশ্য

সম্প্রতি মুক্তি পেল তাঁর নতুন ছবি 'ফেলুবক্সী'। হাতে রয়েছে আরও বেশ কিছু ছবি। তবে তার সঙ্গে তাঁর জীবনে এসেছেন কাছের মানুষও। সবকিছু নিয়ে **মধুমিতা সরকার** আড্ডা দিলেন **আসিফ সালামের** সঙ্গে

প্র ব্যক্তিগত জীবনেও আপনি ওঠানামার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। এখন স্টেডি সম্পর্কে রয়েছেন। এত ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে কী শিখেছেন? এখনকার প্রজন্মকে ডিপ্রেশন আঘাত করে সহজেই। আপনি কঠিন সময় কীভাবে পেরিয়ে এসেছেন?

আমরা যে বিষয় নিয়ে প্রভাবিত হচ্ছি বা ভাবছি, সেই বিষয়গুলোই আমাদের আরও বেশি করে প্রভাবিত করবে। কিন্তু যদি মনে করি, 'এতে আমার কিছু যায় আসে না', তাহলে লোকের কথা বা নেগেটিভ বিষয়গুলো নিয়ে মাথাই ঘামাব না। ডিপ্রেশন বিষয়টা খুবই আপেক্ষিক। বাকিদের নিরিখে যখন নিজেকে তুলনা করবেন, যখন মনে হবে আপনার চেয়ে বাকিরা এগিয়ে যাচ্ছে, যখন মনে হবে এমনটা কেন আমার সঙ্গেই হল...তখন ডিপ্রেশন হতে পারে। আমি অন্য অনেকের চেয়ে ভাল আছি, এটা ভাবতে শিখতে হবে। এখন আমি ব্যক্তিগত জীবনে বেশ খুশি। গত কয়েক বছরে আমি কোনটা চাই আর কোনটা চাই না, তা নির্দিষ্ট করতে শিখেছি। ছোট ছোট খুশিকে ত্যাগ করব না তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির জন্য। আমার আল্টিমেট লক্ষ্যের দিকে আমি এগোব। হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, কিছুটা পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু ওটা খুব তৃপ্তিদায়ক।

প্র আপনি শিবঠাকুরের ভক্ত হয়েছেন সম্প্রতি...

শিবঠাকুর আমার জীবনে এসেছেন। জীবন অগোছালো হয়ে গিয়েছিল, তখন কীভাবে শিবঠাকুর আমার জীবনে এলেন, আমি জানি না। তারপর প্রচুর স্ট্রেংথ পেয়েছি ভিতর থেকে। নিজের সঙ্গে নিজে সময় কাটাতে পেরেছি। নিজের সঙ্গে সংলাপ শুরু করলে প্রচুর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব। অন্য কারও কাছ থেকে পরামর্শ



এটা ভাবতে শিখতে হবে: মধুমিতা সরকার

ছবি: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু



■ মধুমিতা সরকার

নেওয়ার বদলে নিজের কাছ থেকেই উত্তর পাওয়া ভাল। এই বোধ শিবঠাকুর আমাকে দিয়েছেন।

প্র অভিনেত্রীদের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিংয়ের শিকার হতেই হয়। আপনি আপনার পোস্টের নীচে কমেন্টগুলো পড়েন? বা আপনার কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার আছেন?

কমেন্ট সেকশন হল কালেকশনের মতো। ওর জন্য নিজেকে বা ম্যানেজারকে লাগে না। আসতেই থাকে কমেন্ট। শুট, কাজ বা ব্যক্তিগত জীবনের টুকরো যা-ই শেয়ার করি না কেন, জেনেবুঝেই করি। আসলে, প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই মানুষের বক্তব্য থাকবে। আমরা পাবলিক ফিগার বলে এগুলো আরও বেশি করে ফেস করি। সাধারণ মানুষ ঘরোয়া ভাবে ট্রোলড হন, যা বাইরে আসে না। আমাদের ক্ষেত্রে সকলের কছে তা পৌঁছয়। ট্রোল নিয়ে তাই মাথা ঘামাই না।

প্র নিজের ব্যাপারে শোনা সবচেয়ে শকিং গসিপ কী?

আমাকে নিয়ে যাবতীয় গসিপই শকিং। কোন অভিনেতার সঙ্গে প্রেম করছি,



■ 'ফেলুবক্সী'র দৃশ্যে সোহমের সঙ্গে

কার সঙ্গে আমাকে দেখা গিয়েছে...এসব কোনও প্রমাণ ছাড়াই বলা হয়। আমি পরিবার নিয়ে থাকতে ভালবাসি। পরিবারের লোকেরা জানেন আমি কোথায় যাচ্ছি, কখন ফিরছি, কতটা কাজ করছি। বাকি বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। একবার একটি পোস্টে লেখা ছিল, 'এ বছর কোন অভিনেতা অভিনেত্রীরা



ছবি: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

■ মধুমিতা সরকার

সুইসাইড করেছেন'। তাতে থাম্বনেলে আমার মুখ ছিল! এটা খুব শকিং ছিল। এরকম ভুলভাল বিষয়কে গুরুত্ব দিই না।

প্র সম্প্রতি ইন্ডাস্ট্রিতে নারী সুরক্ষা নিয়ে একটি কমিশনের কথা সামনে আসে। একাধিক অভিনেত্রী নানা অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন। আপনার কী মত?

আই অ্যাম আ ভেরি স্ট্রং পার্সোনালিটি। সহজে কেউ আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারবেন না। আমার সঙ্গে হয়তো হয়নি, কিন্তু কারও সঙ্গে অস্বস্তিকর কিছু হয় না বলাটা ভুল। আমি কোনও ইঙ্গিত পেলে, একেবারে সেদিক থেকে দূরে সরে যাই। যাতে আমাকে সেই মানুষ আর অ্যাপ্রোচ না করতে পারেন একেবারেই। মহিলাদের দেখতে হবে, তাঁরা কীভাবে পরিস্থিতিকে হ্যান্ডেল করছেন। কিন্তু সবসময় সবাই তো আর ওরকম পরিস্থিতিতে থাকেন না, যেখানে বেরিয়ে আসা সহজ। প্রতিবাদ করতে পারা সবসময় সম্ভব হয় না। এই কমিশন প্রত্যেক পেশার প্রত্যেক মেয়ের জন্য দরকার।

প্র ২০২৫-এ কি বিয়ের কোনও পরিকল্পনা আছে?

২০২৫ বা ২০২৬-এ করে নেব। তবে শীতেই করব এটা নিশ্চিত।

প্র গত সম্পর্কের ভুল যা এবার আর করবেন না...

সম্পর্কে কেউই একশো শতাংশ ঠিক বা ভুল হয় না। কোনও সম্পর্কই পারফেক্ট হবে, আশা করা যায় না। যে সম্পর্কে থাকি, তাতেই একশো শতাংশ নিয়োজিত করে দিই। ফলে ভুল-ঠিক নিয়ে কিছু বলব না।

প্র আবার সিরিয়ালের অফার পেলে ফিরবেন?

এখন কি 'বোঝে না সে বোঝে না'র মতো প্রজেক্ট করা সম্ভব? মনে হয় না। এখন যে ধরনের সিরিয়াল দেখি, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, আগের তুলনায় কম চার্ম খুঁজে পাই। ২০১৩-২০১৪-তে ছোটপর্দার প্রজেক্টের আলাদ চার্ম ছিল। এখন যদি সেরকম কিছু পাই, নিশ্চয়ই করব।

প্র ওটিটি আর সিনেমার মধ্যে কাজের কোনও পার্থক্য খুঁজে পান?

না সেরকম কিছু নেই। একটা গল্পের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তার শুট কীভাবে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সিরিয়াল আলাদা স্কুলিং একেবারে। ওয়েব সিরিজ় ও সিনেমায় বাস্তবকে অনেক বেশি কাছ থেকে ধরা হয়।

প্র এরপর কোন ছবি আসছে?

'নজরবন্দি' আসছে। আগামী মাসেই শুট করব। 'ফেলুবক্সী' রিলিজ়ের পরই আমি তেলুগু ছবির প্যাচওয়ার্কের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছি। মুম্বইতেও দু'একটা কাজ আছে।

প্র ইন্ডাস্ট্রির দুই সুপারস্টার জিৎ ও দেব আপনাকে এখনও ডাকেননি কেন, কী মনে হয়?

আমি তো জানি না কেন ডাকছেন না। হয়তো এমন চরিত্র তাঁদের কাছে আসেনি এখনও। সম্প্রতি 'খাদান' দেখলাম। দারুণ লেগেছে। এখন আমার বয়স ৩০। সকলের সঙ্গেই আমার ভাল সম্পর্ক। আমার উপযোগী কোনও প্রজেক্ট হলে আশা করি ওঁরা আমাকে বলবেন।

প্র ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধু হয়? মধ্যরাতে কোনও ক্রাইসিস হলে ইন্ডাস্ট্রির কাউকে ফোন করতে পারবেন?

আমি কলটাইম টু প্যাক আপে বিশ্বাসী। তবে সকলের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক আমার। আমি এমনিতে হেল্প চাওয়ার লোক নই। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করি। কিন্তু কখনও প্রয়োজন হলে, আশা করি কেউ আমাকে না বলবেন না। কারণ, কারও কাছে কখনও কোনও সাহায্য চাইনি আমি।



■ নতুন ধারাবাহিকে সোমুর চরিত্রের লুক

সোমুর নতুন কাজ

পুরনো ধারাবাহিকে নতুন মুখ সোমু সরকার। অভিনয়ে তিনি নতুন নন। 'গোধুলি আলাপ', 'আলোর কোলে'র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এবার ধারাবাহিক 'নিম ফুলের মধু'-তে গুরুত্বপুর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন সোমু সরকার। তবে এই ধারাবাহিকে অভিনয় করাটা বেশ কঠিন ছিল তাঁর জন্য। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, "নতুন একটা ধারাবাহিকে কাজ করা আর পুরনো চলমান একটা প্রোজেক্টে অনেক পরে এসে কাজ শুরু করার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নতুন প্রোজেক্টে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটা কেমন ভাবে এগোবে সেই ধারণা পাওয়া যায়। পরামর্শ দেওয়ার লোক থাকে। প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু পুরনো ধারাবাহিকে পরে এসে কাজ শুরু করলে, জেনে বুঝে নেওয়ার জন্য খুব কম সময় পাওয়া যায়। একমাত্র উপায় হল ধারাবাহিকটির আগের পর্বগুলো দেখা।" তবে বরাবরই সোমুর খুব পছন্দের একটি ধারাবাহিক ছিল 'নিম ফুলের মধু'। সেই ধারাবাহিকেই কাজ করতে পেরে আপ্লুত তিনি।



■ 'পরিণীতা' ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যে ঈশানী এবং উদয়

টিআরপির রদবদল

বছরের শুরুতেই টিআরপির রদবদল। প্রথম সারির একাধিক ধারাবাহিককে পিছনে ফেলে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে ধারাবাহিক 'পরিণীতা'। তবে প্রথম থেকেই একাধিক ধারাবাহিকের সঙ্গে জোরকদমে চলছিল 'পরিণীতা'র লড়াই। বলা বাহুল্য, প্রাইমে টাইমে থাকার কারণেই অধিক সুবিধা পেয়েছে নতুন শুরু হওয়া এই ধারাবাহিকটি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি এগিয়ে ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রদের অভিনয়। এই ধারাবাহিক দিয়েই পথ চলা শুরু করেছেন মুখ্য চরিত্রে থাকা ঈশানী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সংলাপ বলার ধরন থেকে শুরু করে অভিনয়, সবেতেই মুগ্ধ দর্শক। ঈশানীর বিপরীতে উদয় প্রতাপ সিংহ। ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি নবাগত নন ঠিকই, কিন্তু মুখ্য চরিত্রে প্রথম বার। বরাবর পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করতে অভ্যস্ত উদয়ও প্রথম সারির সব অভিনেতদের টক্কর দিয়েছেন প্রথম থেকে। দু'জনের অভিনয়েই এ ধারাবাহিক হিট, বলা চলে।



নিটওয়্যার কখনও আউট অফ ফ্যাশন হয় না। নিজেদের সাজের মাধ্যমে সেটাই প্রমাণ করেন বলিউডের নায়িকারা। বারবার বিভিন্ন রকমের নিটওয়্যারের ফ্যাশন উঠে এসেছে তাঁদের সৌজন্যে

নায়িকাদের নি

অনন্যা পাণ্ডে

চলতি ভাষায় যাকে সোয়েটার বলি, তা আসলে ‘নিটওয়্যার’-এর একটি ধরন। ফ্যাশনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিটওয়্যারের রকমভেদও জনপ্রিয় হচ্ছে। এমনিতে মুম্বইতে তো ঠান্ডা পড়ে না। ফলে খুব হালকা নিটওয়্যারের ফ্যাশনই বেশি জনপ্রিয়। যেমনটা পরেছেন অনন্যা পাণ্ডে। নিওন ইয়েলো যে নিটওয়্যার তিনি পরেছেন, তা ক্রপড এবং অফ শোল্ডার টপের মতো। মেশিন নিট এই টপওয়্যার পরাই যাচ্ছে কোনও অনুষ্ঠানে। ক্যাটরিনা কাইফ যে শর্ট লেংথ ওয়াশড ব্লু নিটওয়্যার পরেছেন, তার ওপেনিং সেফটি পিন ডিজ়াইনের। কোনও লেয়ারিং হিসেবে নয়, নিছক টপ হিসেবেই এই নিটওয়্যার পরেছেন ক্যাট। আলিয়ার নিটওয়্যার বরং একটু সাবেক সোয়েটারের মতোই। তবে অভিনব রংয়ে। নীল, সবুজ, কমলার কম্বিনেশনে কার্ডিগান পরেছেন তিনি, বাটন ওপেনিংয়ের। ডিজ়াইনে সরল হলেও এই কার্ডিগান নজর কাড়ে রঙিন মোটা স্ট্রাইপের জন্য।

টওয়্যার



আলিয়া ভট্ট



ক্যাটরিনা কাইফ



দীপিকা পাডুকোন



রশমিকা মন্দনা

দীপিকা পাডুকোন বরাবরই ফ্যাশন গেমে এগিয়ে। সাদা ব্যাগি ফুল স্লিভ শার্টের ওপরে কেবল নিট বেজ হাফ সোয়েটারটি সাইড স্লিটেড। ফিটও ব্যাগি। সঙ্গে বেজ প্যান্ট পরেছেন। ফলে কালার স্কিম একই। দীপিকা ছাড়া এমন লুক ক্যারি করার কথা কেউ ভাবেন না বোধহয়।
রশমিকা আবার হাফ সোয়েটারের স্পোর্টি লুক বেছেছেন। কালো শার্টের উপর অফ-হোয়াইট ও কালো স্ট্রাইপের ভি-নেক ক্রিকেটার-স্টাইল সোয়েটার পরেছেন তিনি।
সোনাক্ষী সিনহা ব্ল্যাক স্টকিংসের উপরে পরেছেন ব্লু কাউল নেক জাম্পার সোয়েটার। ব্যাগি ফিটের এই সোয়েটার লেংথেও বড়। হ্যান্ড নিট এই সোয়েটার একটি নজর কাড়া টপওয়্যার হিসেবে কাজ করছে বেসিক বটমওয়্যারের সঙ্গী হিসেবে।





■ 'এমিলিয়া পেরেজ়' পুরস্কার জেতার পর

গোল্ডেন গ্লোবস বিজয়ী ২০২৫

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল **৮২তম গোল্ডেন গ্লোব** অ্যাওয়ার্ডস। বেশ কিছু চমক ও প্রত্যাশিত পুরস্কার পেলেন বিজয়ীরা। দেখে নেওয়া যাক, কারা জিতলেন সেই পুরস্কার



■ 'ব্রুটালিস্ট'-এর অভিনেতারা



■ জিন স্মার্ট এবং হানা এলিনবাইন্ডার

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৮২তম গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার। বেশ কিছু চমক এবং প্রত্যাশিত পুরস্কার পেলেন বিজয়ীরা। যেমন প্রত্যাশিতভাবেই জিতলেন



■ আনা সাওয়াই



■ 'উইকেড' জেতার পর

টেলিভিশন

বেস্ট টেলিভিশন সিরিজ়, ড্রামা: শোগুন

বেস্ট টেলিভিশন সিরিজ়, মিউজ়িক্যাল বা কমেডি: হ্যাকস

বেস্ট টেলিভিশন লিমিটেড সিরিজ়: বেবি রেনডিয়ার

সেরা অভিনেত্রী, টেলিভিশন সিরিজ়, ড্রামা: আনা সাওয়াই (শোগুন)

সেরা অভিনেতা টেলিভিশন সিরিজ়, ড্রামা: হিরোইউকি সানাদা (শোগুন)

সেরা অভিনেত্রী টেলিভিশন সিরিজ়, মিউজ়িক্যাল বা কমেডি: জিন স্মার্ট (হ্যাকস)

সেরা অভিনেতা টেলিভিশন সিরিজ়, মিউজ়িক্যাল বা কমেডি: জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট (দ্য বিয়ার)

সিনেমা

সেরা মোশন পিকচার – ড্রামা: দ্য ব্রুটালিস্ট

সেরা মোশন পিকচার, মিউজ়িক্যাল বা কমেডি: এমিলিয়া পেরেজ়

সেরা মোশন পিকচার, নন-ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ: এমেলিয়া পেরেজ়

সেরা পরিচালক, মোশন পিকচার: ব্রেডি কর্বেট (দ্য ব্রুটালিস্ট)

সেরা অভিনেত্রী, ড্রামা: ফার্নান্ডা টরেস (আই অ্যাম স্টিল হিয়ার)

সেরা অভিনেতা, ড্রামা: অ্যাড্রিয়ান ব্রোডি (দ্য ব্রুটালিস্ট)

সেরা অভিনেত্রী, মিউজ়িক্যাল বা কমেডি: ডেমি মুর (দ্য সাবস্ট্যান্স)

সেরা অভিনেতা, মিউজ়িক্যাল বা কমেডি: সেবেস্টিয়ান স্টেন (আ ডিফারেন্ট ম্যান)

সেরা চিত্রনাট্য, মোশন পিকচার: পিটার স্ট্রোঘন (কনক্লেভ)

সেরা মৌলিক গান, মোশন পিকচার: 'এল মাল' (এমিলিয়া পেরেজ়)



■ ক্লেমেন্ট এবং ক্যামিলি



■ ডেমি মুর



ডেমি মুর। অ্যাড্রিয়ান ব্রোডি 'ব্রুটালিস্ট'-এর জন্য জিতলেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার। সেরা মোশন পিকচার পেয়েছে 'এমিলিয়া পেরেজ়'। চলুন, দেখে নেওয়া যাক, কারা জিতলেন সেই পুরস্কার।



স্মৃতির স্বপ্নের রান

তাঁর তুলনা করা হয় বিরাট কোহলির সঙ্গে। সেটা যে কতটা সত্যি, তা প্রমাণ করে দিলেন স্মৃতি মন্ধানা। সম্প্রতি ভারতীয় মহিলা একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান করলেন স্মৃতি। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭০ বলে সেঞ্চুরি করলেন। মোট ৮০ বল খেলে ১৩৫ রানে আউট হন তিনি। তাঁর ইনিংসে ৭টি ৬ এবং ১২টি ৪ রয়েছে। স্ট্রাইক রেট ১৬৮.৭৫। এর আগে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল হরমনপ্রীত কৌরের। তিনি ৮৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। পাশাপাশি প্রতীকা রাওয়ালের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম উইকেটের জন্য তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়লেন স্মৃতি। এই জুটি ২৩৩ রানের পার্টনারশিপ গড়েছে।

■ স্মৃতি মন্ধানা



■ সরফরাজ়

সরফরাজ়ের ধোকা?

আবার সেই অবিশ্বাসের আবহাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে। নিউ জ়িল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরপর টেস্ট হারের পর ভারতীয় ক্রিকেটের ভিতরের কঙ্কালসার চেহারাটা আবার ধরা পড়ে গিয়েছে। রোহিত এবং গম্ভীরের মধ্যে নাকি একেবারে বনিবনা নেই! সিনিয়র এবং জুনিয়রদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এইসব ভিতরের খবর কিছুদিন আগেই সামনে এসেছে, যা একেবারেই অভিপ্রেত নয়। এবং শোনা যাচ্ছে, এইসব খবর নাকি 'ফাঁস' করেছেন সরফরাজ় খান। অস্ট্রেলিয়া টুরে দলে ছিলেন তিনি। এবং সব ঘটনার সাক্ষী! তবে এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে সরফরাজ়ের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ কী হবে, তা গভীর সন্দেহের বিষয়।

হঠাৎ বিয়ে

হঠাৎ করেই বিয়ে করে ফেললেন ভারতের অলিম্পিক্স সোনা জয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। সমাজমাধ্যমে বিয়ের ছবি দিতেই হইচই পড়ে যায় চারিদিকে। পাত্রীর নাম হিমানি মোরে। এই ব্যাপারে কিছুদিন আগে পর্যন্তও কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। শোনা যাচ্ছে, তিনি হরিয়ানার লারসৌলির বাসিন্দা। পানিপথের লিটল অ্যাঞ্জেল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। দিল্লি ইউনিভার্সিটির মিরান্ডা হাউস থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরবিদ্যায় স্নাতক। পেশায় একজন টেনিস খেলোয়াড়। ফ্র্যাঙ্কলিন পিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী সহকারী কোচ ছিলেন। এখন আমহার্স্ট কলেজের টেনিস দলের ম্যানেজার। কোনও এক টুরের সময়ই নাকি নীরজের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রপাত তাঁর। অবশ্য তাঁরা কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেননি।



■ নীরজ ও হিমানির বিয়ের ছবি



■ নোভাক জোকোভিচ

পিকাচু ব্যাগ

অস্ট্রেলীয় ওপেনে কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য নেমেছেন নোভাক জোকোভিচ। কিন্তু ভক্তদের নজর কেড়ে নিয়েছে তাঁর ছেলের পছন্দের 'পিকাচু' ব্যাকপ্যাক। কিন্তু এর নেপথ্যে কি অন্য কোনও কারণ আছে? কারণ 'পিকাচু' হল ২৫তম পোকেমন। তাই হয়তো ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই জোকোভিচ ছেলের বিশেষ ব্যাগ এনেছেন। যদিও সেই ভাবনা খারিজ করে সার্বিয়ার মহাতারকা বলেছেন, "এই ব্যাগ আমার খুব কাছের। সত্যি কথা বলতে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করিনি।" কিন্তু এই ব্যাপারটাকে কি শুধু কাকতালীয় বলে এড়িয়ে যেতে পারবেন জোকোভিচ?

একইরকম কাজ যদি করব, তাহলে

প্র ডিসেম্বরে একসঙ্গে আপনার তিনটি কাজ মুক্তি পেয়েছে। দুটো বড় ছবি আর 'জটায়ু' চরিত্রে আরও একবার। কোন চরিত্রটাকে এই দৌড়ে এগিয়ে রাখছেন?

নিজের অভিনয় করা চরিত্রের মধ্যে থেকে বাছা খুবই কঠিন। সেটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে, যখন তিনটি চরিত্রই একেবারে আলাদা রকমের হয়। 'জটায়ু' চরিত্রে অবশ্য এর আগে আরও তিন বার অভিনয় করেছি। আমার চেনা চরিত্র। তাছাড়াও এই চরিত্রটা প্রসঙ্গে আমরা ছোট থেকে পড়েছি, দেখেছি। তাই সেই সুত্রেও চেনা চরিত্র। আবার 'খাদান'-এ আমি যে চরিত্রটা করেছি, সেটা একেবারে আলাদা। শহুরে চরিত্রে কিংবা মফস্‌সলের যে কোনও চরিত্রে আগেও অভিনয় করেছি। আদিবাসী চরিত্রে 'খাদান'-এই প্রথম। এই চরিত্রটার জন্য অন্যরকম ভাষা আয়ত্ত করতে হয়েছে। তির ধনুক চালানো শিখেছি। বডি ল্যাঙ্গোয়েজটাও অন্যরকম। সবই নতুন অভিজ্ঞতা। আর 'চালচিত্র'র কথা যদি বলি, পুলিশের চরিত্রে আমি এর আগেও অনেকবার অভিনয় করেছি। কিন্তু প্রত্যেকেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা। সেক্ষেত্রে 'নাসির'-এর মতো চরিত্রতেও আগে অভিনয় করিনি। শান্ত, ধীর-স্থির... আমার কাছে এই তিনটে চরিত্রই খুব প্রিয়। তিনটে চরিত্রেই খুব ভালবেসে অভিনয় করেছি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, দর্শকরা একই মাসে তিনটে ছবিতে আমাকে দেখছে।

প্র এই তিনটে ছবির মধ্যে 'চালচিত্র'র জনপ্রিয়তাটা কি তুলনামূলক কম?

কমার্শিয়াল ছবির দর্শক বেশি দর্শক ছবিটা দেখার সুযোগ কম পেয়েছে, তাই জনপ্রিয়তা হয়তো খানিক কম। কিন্তু আবার কমার্শিয়াল, মূল ধারার ছবি বলেই নাক সিঁটকানোর ব্যাপারটা আমার নেই। বরং আমি নিজেও এই জাতীয় ছবিতে ধীরে ধীরে সুযোগ পাচ্ছি। 'প্রধান'-এ নেগেটিভ চরিত্রে কাজ করেছি। এ বছর 'খাদান'-এর মতো এতটা বাণিজ্যিকভাবে সফল একটা কমার্শিয়াল ছবির অংশ হতে পেরেছি। যদিও সব জঁরের ছবির আলাদা আলাদা দর্শক রয়েছে। কিন্তু মেনস্ট্রিম কমার্শিয়াল ছবি ও তার বাণিজ্যিক সফলতা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু তা বলে কি শুধুই 'খাদান'-এর মতো কমার্শিয়াল ছবিই শুধু হবে, তা না। সব ধরনের ছবির প্রয়োজন রয়েছে। দর্শককে



■ 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' সিরিজের একটি দৃশ্য



■ 'একেনবাবু' রূপে অনির্বাণ

বছরের শুরুতে নতুন গল্প নিয়ে ফিরলেন পর্দার 'একেনবাবু'। তার আগে পর্দার 'একেন' তথা অভিনেতা **অনির্বাণ চক্রবর্তী** জানালেন মনের কথা, কাজের কথা। তাঁর মুখোমুখি সাগরিকা চক্রবর্তী।

তার পছন্দমতো ছবি বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে। একসঙ্গে অনেক ছবি মুক্তি পেলে কিছু ছবি সমস্যায় পড়ে, এটা ঠিকই। কিন্তু সব ছবিই যাতে একটা ঠিকঠাক ব্যবসা করার সুযোগ পায়, সেটাও ইন্ডাস্ট্রির দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

প্র 'মান্ডি' চরিত্রটার জন্য তির ধনুক চালানো বা আদিবাসী ভাষায় কথা বলা... এসব বাস্তবে কতটা কঠিন ছিল?

বেশ কঠিন ছিল। শহুরে চরিত্র হলে, অনেক চেনা চরিত্র হয়। এই ধরনের চরিত্র তো একেবারে নতুন আমার কাছে। তাও বলব, আমার খামতি রয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। একেবারে অথেন্টিক ভাষাও ব্যবহার করা হয়নি। তবে এর আর একটা কারণ হল, একেবারে শুদ্ধভাবে ওই ভাষায় কথা বললে কেউ বুঝতেও পারত না। তবে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বা অন্যান্য দিকগুলোয় আরও উন্নত করা যেত। আমি সুজিতকে ('খাদান' ছবির পরিচালক) বলেছিলাম, স্ক্রিপ্ট পড়ে ভাষাটা রেকর্ড করে পাঠাতে। ও তো ওই অঞ্চলেরই লোক। একদম সঠিকভাবে কথা বলতে পারে ওই ভাষায়। শব্দগুলো খানিক আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম। যদিও ডাবিংয়ের সময় আরও উন্নত করার সুযোগ থাকে। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম শুটিংয়ের সময়ই নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিতে। আর তির ধনুক তো একেবারেই চালাতে পারছিলাম না। তির ছুড়লে পায়ের কাছে এসে পড়ছিল! পর্দায় দেখে যতটা সহজ লাগে, এর মধ্যে কোনওটাই ততটা সহজ নয়।

প্র টলিউডে এখন গোয়েন্দা চরিত্রের বাড়বাড়ন্ত। সেক্ষেত্রে একেনবাবুর জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখা সম্ভব?

'একেন' যখন প্রথম ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিল, চিন্তা তখন থেকেই ছিল। কারণ 'একেন'-এর মতো গোয়েন্দাকে পর্দায় দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। ব্যোমকেশ, ফেলুদার মতো গোয়েন্দাকে দেখে সকলেই অভ্যস্ত। কিন্তু যে গোয়েন্দা চরিত্র একেবারে পাশের বাড়ির মানুষটার মতো। মজা করে, গল্প করে, খেতে ভালবাসে। কোনওরকম নায়কসুলভ আচরণ নেই। তাকে পর্দায় দেখতে কেউই অভ্যস্ত নয়। ২০১৮ তে প্রথম সিজনের সময়ই সংশয়ে ছিলাম আমরা সবাই। কিন্তু



চাকরিটাই করতে পারতাম : অনির্বাণ চক্রবর্তী



ছবি: অনির্বাণ সাহা

দেখা গেল গোয়েন্দার এই ইউনিকনেসটাই মানুষ বেশি পছন্দ করছে। এবার একটা চরিত্র যখন জনপ্রিয়তার পেয়ে যাওয়ার পর সেই ভালবাসাটা ধরে রাখাটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ আমরা ছ' বছরে আটটি সিজ়ন আর দুটি ছবি করে ফেলেছি। ১০টা কাজ এত কম সময়ে করা সম্ভব নয়। পরের কাজে সব সময় আগের চেয়ে আরও ভাল করার চেষ্টা করেছি। খুব ভাল না হলেও জায়গাটা ধরে রাখার একটা চেষ্টা করেছি। তবে সে চেষ্টা আমার একার নয়, পুরো টিমের।

প্র প্রথমবার যখন এই চরিত্রের জন্য প্রস্তাব পেলেন, নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেছিলেন, আর সম্মতি জানানোর কারণ কী ছিল?

একেনবাবুর প্রস্তাব যখন আমি পাই, তখন কাজটা না করার মতো সুযোগ ছিল না আমার



বেনারস ভ্রমণে

কাছে। তার ঠিক এক বছর আগেই চাকরি ছেড়েছি। খুব খোলা মনে বলছি, তখন গোয়েন্দা চরিত্রে এবং মুখ্য চরিত্রে সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার ছিল। এরপর গল্পগুলো পড়তে শুরু করলাম। আগে কোনওদিন গল্পগুলো পড়িনি। বুঝলাম চরিত্রটা গতানুগতিক চরিত্রর মতো নয়। তার আগে স্ক্রিপ্ট পড়ে অবশ্য ভাল লেগেছিল আমার। আমি সেই মতোই কাজ শুরু করেছিলাম। যত পড়েছি, ততই নতুন কিছু আবিষ্কার করেছি। আমি না কোনওদিন ভাবিনি, আমাকে কেউ গোয়েন্দা চরিত্রে কাস্ট করবে। গোয়েন্দারা তো গুরুগম্ভীর গোছের, সুদর্শন নায়কের মতো লম্বা। আমি তো তেমন নই। এখন অবশ্য এই



■ শহরের একটি অনুষ্ঠানে দেব, অরিন্দম শীল এবং উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ও বাকিদের সঙ্গে অনির্বাণ

না।

প্র কেন?

একটা টিম হিসেবে কাজ করেছি। সেখান থেকে একটা অন্য টিমে গিয়ে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা একটু অদ্ভুত।

প্র কিন্তু কোনও টিম তৈরি হলে, সবাই সহযোগিতা করলে সমস্যা কোথায়?

পরিচালক তো টিমের প্রধান একটা অংশ। তিনি তো বলেই দিয়েছেন করবেন না।

প্র অন্য পরিচালক যদি করেন?

এ নিয়ে আপাতত কিছু ভাবিনি।

প্র মূল চরিত্রর চেয়েও পার্শ্বচরিত্রে আপনাকে বেশি দেখা যায়। কখনও বা কোনও ছবিতে



■ সুহোত্র, সোমকের সঙ্গে একফ্রেমে অনির্বাণ। সঙ্গে জয়দীপ

চরিত্রটা আমার চেনা। একটু ঘ্যানঘ্যানে ঠিকই, কিন্তু দর্শকদের পছন্দের।

প্র তাহলে ধরে নেওয়া যায় এই চরিত্রটাই দর্শকদের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে...

দর্শকদের কাছে আমার প্রথম এবং প্রধান পরিচিতি 'একেনবাবু'র মাধ্যমেই। তার আগে মনে রাখার মতো কোনও উল্লেখযোগ্য কাজও তো করিনি আমি। আজ আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, এত কাজের সুযোগ পাচ্ছি, সেই রাস্তাটা আমাকে করে দিয়েছে এই চরিত্রটাই।

প্র আপনি মানেই গোয়েন্দা গল্প, এই বিশ্বাস ভাঙার জন্যই কি এখন অন্যরকম চরিত্র বেছে নিচ্ছেন?

ভাঙার চেষ্টা করিনি কখনও। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে আমার মনে হয়, একই চরিত্রে দীর্ঘদিন অভিনয় করলে একঘেয়ে লাগবে। এই চরিত্রটা জনপ্রিয় হওয়ার পর আমি একই ধরনের একাধিক চরিত্রে কাজের প্রস্তাব পাই।

প্র একই ধরনের মানে?

মানে হয়তো খেতে ভালবাসে কিংবা ভুল হিন্দি বলে অথবা খুব মজার মানুষ। ওই সময় আমার কাজের দরকারও ছিল। কিন্তু একই রকম চরিত্রে বারবার কাজ করার ইচ্ছে ছিল না।

প্র ভার্সেটাইল না হলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে ধরে রাখা বেশ মুশকিল। আপনিও তাহলে তাতেই বিশ্বাসী?

একদমই। আমি অবশ্য এটার জন্য আলাদা ভাবে কখনও চেষ্টা করিনি, এটা আমার ভাল লাগে। একঘেয়ে, একইরকম কাজই যদি করব, তাহলে চাকরিই করতে পারতাম! অভিনেতার কাজে বৈচিত্র থাকাটা আবশ্যক। এবার কিছু কাজ ভাল হবে, কিছু খারাপ হবে। কিন্তু চেষ্টাটা রাখতে হবে।

প্র সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেছেন ফেলুদাকে নিয়ে সিরিজ় বা ছবি বানাবেন না। তাহলে অন্য কারওর পরিচালনায় 'জটায়ু' চরিত্রে আপনাকে দেখা যাবে?

আপনার স্ক্রিনটাইম খুবই কম। সব জেনেও সেরকম প্রস্তাবে রাজি হওয়ার কারণ?

এখন আমার কাছে অনেক কাজেরই প্রস্তাব আসে। কিন্তু আমি চরিত্র বাছাইয়ের সময় দেখি আমার নতুন কিছু করার আছে, কিংবা কী কী করার আছে। যদি দেখি একেবারে নতুন চরিত্র, তাহলে তা চেনার লোভ তো থাকেই। এরপর দেখি স্ক্রিপ্ট। যদিও একটা ছবি শেষ পর্যন্ত কেমন হবে, তা বোঝা অসম্ভব। (একটু ভেবে) আর কিছু জাগতিক কারণ তো থাকেই। অনেক সিনেমায় ক্যামিয়ো চরিত্রে অভিনয় করেছি, অথচ দেখা গিয়েছে সেটার প্রভাব খুবই জোরালো। তাই দর্শকদের মনে কতটা ছাপ ফেলতে পারছে একটা চরিত্র, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

মশলা দোসা: দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ

পঞ্জাবি-পুত্র দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ। যার গান থেকে অভিনয়, সবকিছুই দর্শকদের 'দিল' জিতে নেয়। পঞ্জাবি হলেও দিলজিতের পছন্দের খাবার দক্ষিণ ভারতের 'দোসা'। হালকা খাবারই জায়গা পায় তাঁর ডায়েট চার্টে। এর মধ্যে অন্যতম **মশলা দোসা**।



মশলা দোসা



পেঁয়াজ



কারিপাতা



বিউলির ডাল

একই সঙ্গে তাঁর গান এবং অভিনয় মুগ্ধ করে দর্শকদের। তিনি দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তিনি মানেই অন্য ধারার গান। হিরোসুলভ আচরণ না করলেও, তাঁর চেহারা কিন্তু ফিট অ্যান্ড ফাইন। আসলে তাঁর খাবার তালিকায় সব সময় জায়গা করে নেয় হালকা খাবার। দিনের শুরুটা তিনি করেন পোহা দিয়ে। তবে তাঁর প্রিয় খাবার কিন্তু দোসা। দক্ষিণ ভারতের এই খাবারটি নিমেষেই শেষ করে ফেলেন গায়ক তথা অভিনেতা দিলজিৎ। দেখে নেওয়া যাক দিলজিতের পছন্দের খাবার দোসার সহজ রেসিপি।

উপকরণ: আতপ চাল ২ কাপ, বিউলির ডাল ১ কাপ, মেথির দানা ২ চামচ, তেল পরিমাণ মতো, আলু ৪টে, কারিপাতা পরিমাণ মতো, হিং ১ চামচ, পেঁয়াজ ১ টা, হলুদ ১ চামচ, বাদাম, ছোলার ডাল

প্রণালী: আতপ চাল, বিউলির ডাল এবং মেথি দানাকে প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। খুব ভাল হয় যদি সারা রাত ভিজিয়ে রাখা যায়। পরের দিন সকালে জল ফেলে চাল, ডাল এবং মেথি দানার একটি পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। অপরদিকে মশলা দোসার ভিতরে পুর বানানো জন্য আলু ছোট ছোট করে কেটে সিদ্ধ করে নিতে হবে। আলু সিদ্ধ হয়ে এলে, কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে তাতে হিং, কারিপাতা এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিতে হবে। এবার তাতে অল্প ছোলার ডাল দিয়ে হালকা ভেজে নিতে হবে। এরপর তেলে কুচি করে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিতে হবে। পেঁয়াজ লাল করে ভাজা হলে সিদ্ধ করে রাখা আলু দিয়ে নুন, হলুদ এবং পরিমাণমতো চিনি দিয়ে ভাল করে ভেজে নিতে হবে। কড়াইতেই আলুগুলোকে স্ম্যাস করে নিতে হবে। কিছুটা শুকিয়ে এলে কড়াইতে কিছুক্ষণ নেড়ে তা নামিয়ে নিতে হবে। অপরদিকে একটি ফ্রাইং প্যানে দোসার ব্যাটারটি দিয়ে গোল হাতার সাহায্যে দোসার আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। হালকা বাদামি হয়ে এলে ওপরে একটু তেল দিয়ে, অপর দিকটাও সেঁকে নিতে। এবার তাতে দিতে হবে আলুর পুর। তবে এই পুরের বিশেষত্ব হল, এতে উপর থেকে অল্প করে ছড়িয়ে দিতে হবে বাদাম। তাহলেই তৈরি দিলজিতের প্রিয় গরম-গরম মশলা দোসা। পরিবেশন করুন সম্বর ডাল কিংবা নারকেল চাটনির সঙ্গে।



দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ



অগ্নিকুণ্ড লস অ্যাঞ্জেলস

অগ্নিকুণ্ড সেলুলয়েড

লস অ্যাঞ্জেলেসের ভয়াবহ দাবানলে কেমন আছে টিনসেল টাউন হলিউড? ভয়াবহ এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কতটা ভূমিকা নিচ্ছেন জনপ্রিয় শিল্পী ও তারকারা? লিখছেন **পৃথা বসু**।

বের্টল্ট ব্রেশট লিখেছিলেন, '...হেল, দ্যাট ইট মাস্ট বি ইভেন মোর লাইক লস অ্যাঞ্জেলস'। মহাপ্রলয় যেন! বিধ্বংসী দাবানলে ছাই হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল শহর লস অ্যাঞ্জেলেস। ধূসর ছাইয়ের আস্তরণে হারিয়ে গিয়েছে শহরের চেনা জৌলুস। নতুন বছরের শুরুতে প্যাসিফিক প্যালিসেডেসের গায়ে লাগা আগুন রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে মালিবু ও সান্তা মনিকার কিছু অংশে। ওয়েস্ট হলিউডের যে 'সানসেট টাওয়ার হোটেল'-এ হলিউডের একাধিক হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিত্বদের বৈঠক চলত প্রায়ই, তা পরিণত হয়েছে গৃহহীনদের আশ্রয়স্থলে।

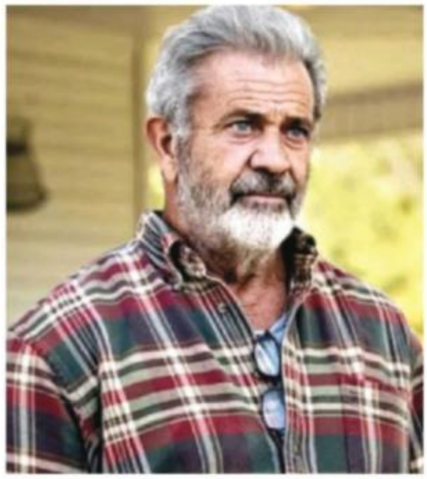
গৃহহারা তারকা

এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ দাবানলে নিহতের সংখ্যা ২৫ হলেও, প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যেতে কার্যত বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। প্রথমে প্রশাসনের এই সতর্ক বার্তায় প্যাসিফিক প্যালিসেডস—এর অনেক হাই প্রোফাইল অধিবাসীই এলাকা ছেড়ে যেতে রাজি হননি। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় আগুন প্রবল ভাবে ছড়াতে শুরু করলে নড়েচড়ে বসেন তাঁরাও। ম্যান্ডি মুর, ডায়ান ওয়ারেন, আনা ফারিস, জেমস উডস, অ্যান্থনি হপকিন্স, ডুয়া লিপা, জেমি লি-র মতো হলিউড তারকাদের বাসস্থান পুড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অ্যাডাম স্যান্ডলার, বেন অ্যাফ্লেক, টম হ্যাঙ্কস, স্টিভেন স্পিলবার্গের বাড়িও। আগুনে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে প্যারিস হিলটনের সাধের স্বপ্নপুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছেন, 'যে বাড়িতে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি, যার প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে ছিল ভালবাসা,

'দ্য লাস্ট শোগার্ল', 'উলফ ম্যান' এবং 'বেটার ম্যান' সহ বেশ কয়েকটি সিনেমার প্রিমিয়ার শো বাতিল করা হয়েছে। কয়েকদিনের জন্য স্থগিত থাকবে 'গ্রেজ় অ্যানাটমি', 'সুটস: এলএ'-এর মতো জনপ্রিয় শো-গুলি। দাবানলের কারণে মাত্র দু'টি বড় সিনেমার কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। একটি হল, ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত থ্রিলারধর্মী ছবি 'দ্য হ্যান্ড দ্যাট রকস দ্য ক্রেডল'-এর রিমেক। এর কাজ চলছিল 'টুয়েন্টিয়েথ



পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা



বড়ি পুড়েছে অভিনেতা মেল গিবসনের

সেখানে আজ শুধুই একমুঠো ছাই।' ৭৬ বছর বয়সি অভিনেতা বিলি ক্রিস্টালের বাড়িও ছাই হয়েছে দাবানলের গ্রাসে। রক্ষা পায়নি মেল গিবসনের বাড়িও। বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ক্যারি এলওয়েস সমাজমাধ্যমে জানান, 'ঘর হারানোর যন্ত্রণা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এই বিধ্বংসী বিপর্যয়ে যে বেঁচে গিয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

অস্কার কি স্থগিত?

সমাজ মাধ্যমে বেশ কয়েকদিন যাবৎ গুজব ছড়াচ্ছিল যে, বিগত ৯৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম, আগামী ২ মার্চ অস্কারের অনুষ্ঠানটি নাকি স্থগিত হতে পারে। কিন্তু আয়োজকরা এই গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন। তারিখের কোনও বদল হচ্ছে না, এমনই বার্তা রয়েছে তাঁদের তরফে। বেশ কয়েকজন শিল্পী ও তারকা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। স্টিফেন কিংয়ের স্পষ্ট বক্তব্য, 'এবারের অস্কারে একটিও ভোট দেব না (নট ভোটিং ইন দ্য অস্কারস দিস ইয়ার)।' শুধু তাই-ই নয়। আইএমএইচও-র যে এটি এই বছর বাতিল করা উচিত, সেই বিষয়টিও পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন তিনি। অস্কার নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলেও, সানডান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে বলেই জানিয়েছেন আয়োজকরা। আগামী সপ্তাহে উটাহ-র পার্ক সিটিতে শুরু হবে এই চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে ১১ দিন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এই উৎসবে যাঁদের যোগ দেওয়ার কথা, তাঁদের উদ্দেশে সোমবার সানডান্স ইনস্টিটিউটের সিইও আমান্ডা কেলসো এবং উৎসবের ডিরেক্টর ইউজিন হার্নান্দেজ একটি চিঠি দিয়েছেন। জানিয়েছেন, 'এই উৎসব চালিয়ে যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ'। দাবানলের কারণে কী ভাবে তাঁদের ক্ষতি হয়েছে, চিঠির প্রাপকদের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সঙ্গীতের সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, 'দ্য গ্র্যামি'ও পরিকল্পনা অনুসারেই আয়োজিত হবে এবং টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

শো মাস্ট গো অন



গৃহহারা হয়েছেন প্যারিস হিলটন

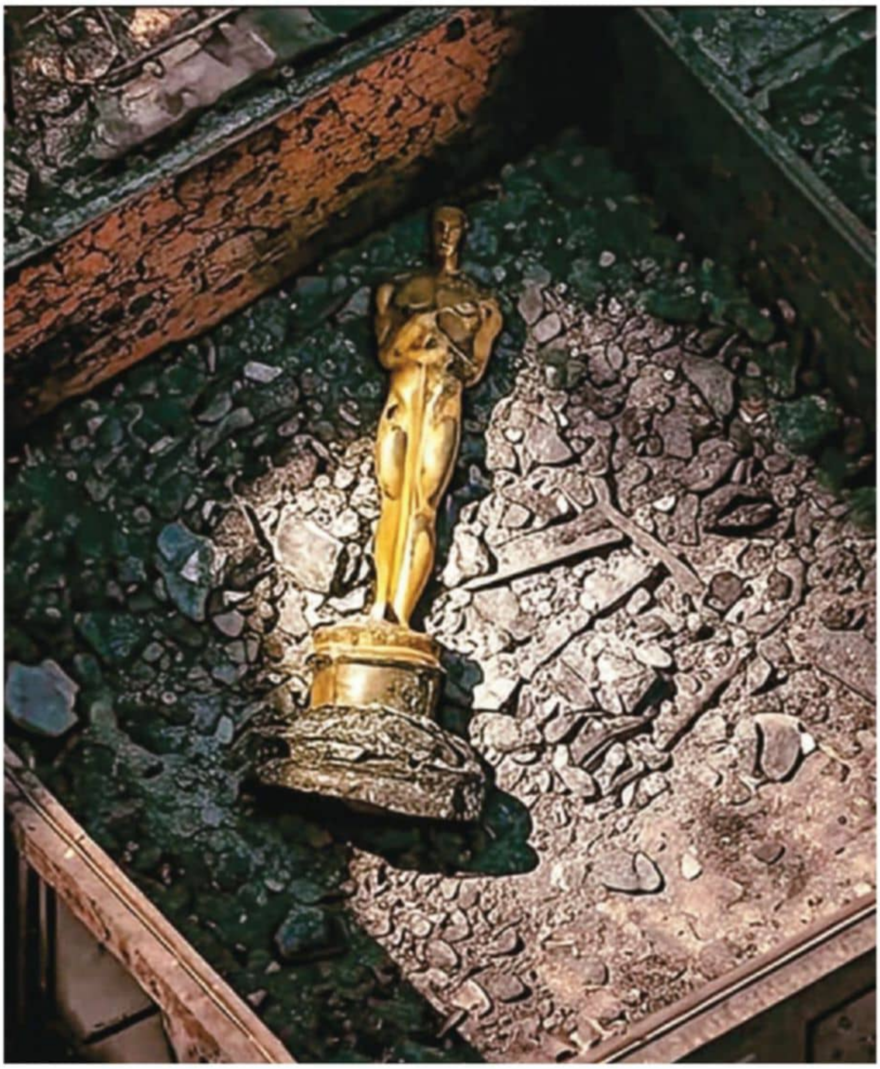
সেঞ্চুরি' স্টুডিয়োয়। অন্যটি হল, ডিজ়নি স্টুডিয়োয় 'অ্যাভাটার ৩'-এর কাজ। এ ছাড়া, অন্যান্য সিনেমার কাজ কোনও সমস্যা ছাড়াই এগিয়ে চলেছে। আসলে, হলিউডে জমির দাম বেশি বলে, বেশিরভাগ ফিল্ম স্টুডিয়োগুলিই লস অ্যাঞ্জেলস শহরের বাইরে অবস্থিত। তাই বেশিরভাগ লাইভ-অ্যাকশন ফিল্মের শুটিং এখন আর লস অ্যাঞ্জেলেসে হয় না। জর্জিয়া, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, নিউ মেক্সিকো প্রভৃতি জায়গায় হয়ে থাকে।



লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিয়ো

অস্কারের অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ার গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন আয়োজকরা। তারিখেরও কোনও বদল হচ্ছে না, এমনই বার্তা রয়েছে তাঁদের তরফে।

যাতে আরও বেশি ফিল্মের শুটিং হয়, তার জন্য এই জায়গাগুলিতে করের ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হয়। তাই হলিউড জ্বললেও বন্ধ হয়নি ফিল্মের শুটিং। ডিজ়নির মালিকানাধীন 'পিক্সার' এবং 'লুকাসফিল্ম' স্টুডিয়ো দু'টিই উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত। এখানে পৌঁছয়নি দাবানলের আঁচ। 'সোনি পিকচার্স'-র স্টুডিয়োও আটটি দাবানলের থেকে অনেক দূরে, কালভার সিটিতে অবস্থিত। সান ফার্নান্দো ভ্যালিতে অবস্থিত 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স' এবং 'ইউনিভার্সাল পিকচার্স'-এর স্টুডিয়োগুলিকেও ছুঁতে পারেনি দাবানল। 'প্যারামাউন্ট পিকচার্স' এবং 'নেটফ্লিক্স' হলিউডেই অবস্থিত। দাবানল যে জায়গায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, এই দুই স্টুডিয়ো



আগুনে পুড়েছে অস্কার পুরস্কার



হলিউড সাইন জ্বলে যাওয়ার ডিপফেক ছবি

থেকে গাড়িতে সেখানে পৌঁছতে লাগে মাত্র ৪০ মিনিট। হলিউডে ফিল্ম নির্মাণের সঙ্গে যুক্তরা জানিয়েছেন, বেশিরভাগ স্টুডিয়ো ও প্রোডাকশন সংস্থার সদর দপ্তর লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থিত হলেও, তারা কাজ করে অন্যান্য জায়গায়। তাই ফিল্ম নির্মাণে দাবানলের প্রভাব পড়েনি।

ব্যাক গিয়ারে ইন্ডাস্ট্রি

হলিউডের দৃশ্যত তেমন ক্ষতি না হলেও ইন্ডাস্ট্রিকে খানিক ব্যাক গিয়ারে চলতে হবে বইকি! কোভিডের পর প্রোডাকশন ও সিনেমা অ্যাটেনডেন্স, দু'টি ক্ষেত্রই সমস্যার সম্মুখীন হয়। সম্প্রতি ২০২৩-এ লেখক ও অভিনেতাদের ধর্মঘটও বেশ কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল ইন্ডাস্ট্রিকে। বক্স অফিস কালেকশনের হিসেবটি দিলে ছবিটা আরও পরিষ্কার হবে। গত বছর ইউএস বক্স অফিসের সর্বোচ্চ আয় ছিল ৮.৭৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯-এ এর পরিমাণ ছিল ১১.৩ বিলিয়ন ডলার। বহু কর্মী গৃহহারা। শুধু 'ডিজ়নির'ই প্রায় ৬৪ জন কর্মীর বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছে। কিছু কাজ বন্ধ হওয়ায় তাঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও প্রশ্নের সামনে পড়েছে। সঙ্গে কাজ হারিয়ে ফেলার ভয় তো রয়েছেই। ফলে সে দিক থেকে বিচার করলে কিছুটা পিছিয়েই পড়েছে ইন্ডাস্ট্রি।

কী বলছে বলিউড?



আগুনের গ্রাস



ধূসর ছাইয়ে ঢেকেছে শহরের চেনা জৌলুস।



সহমর্মিতা জানিয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

জেন গুডএনাফকে বিয়ের পর সেখানেই থাকেন বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জ়িন্টা। এক্স হ্যান্ডেলে অভিনেত্রী লেখেন, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে এমন দিন দেখতে হবে, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। একের পর এক বাড়ি পুড়েছে। মানুষজনকে বাড়ি থেকে বার করে আনতে হচ্ছে। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে গিয়েছে। সারা ক্ষণ একটা

হলিউডে জমির দাম বেশি বলে, বেশিরভাগ ফিল্ম স্টুডিয়োগুলিই লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের বাইরে অবস্থিত। তাই ফিল্ম নির্মাণে দাবানলের তেমন প্রভাব পড়েনি।

ভয়, দমকা হাওয়া না কমলে, সন্তান ও বাড়ির বয়স্কদের কী হবে! ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এখন নিরাপদে রয়েছি।' প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার বাড়িও লস অ্যাঞ্জেলেসে। অভিনেত্রী লেখেন, 'এই দাবানল রুখতে যাঁরা প্রথম থেকে লড়াই করছেন, রাত জেগে কাজ করে চলেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে অনবরত সাহায্য করে চলেছেন, তাঁদের কুর্নিশ জানাই। দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের জন্য প্রার্থনা।'

বিপর্যয়েও ডিপফেক

সান্তা মনিকা পর্বতমালার রিচউড ক্যানিয়নের উপর অবস্থিত হলিউড সাইন আমেরিকার অন্যতম ল্যান্ডমার্ক ও কালচারাল আইকন। বিখ্যাত এই হলিউড সাইন আগুনে জ্বলে যাওয়ার দৃশ্য সমাজ মাধ্যমে সম্ভবত সবচেয়ে ভাইরাল হয়েছিল এই ক'দিনে। দেখা গিয়েছে, এই ছবি বা ভিডিয়ো সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। সাইনটি অক্ষতই রয়েছে। ভাইরাল হওয়া ছবি বা ভিডিয়োগুলি যে এআই পরিচালিত, তাও প্রমাণিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একরকম অভিশাপ হল ডিপফেক। ভয়াবহতাকে আরও দ্বিগুণ করে তুলতে



■ শান্তির বাড়ি পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে

> প্রিয় শহরের বিপর্যয়ের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জেমি লি কার্টিস থেকে লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও সহ বহু তারকা।

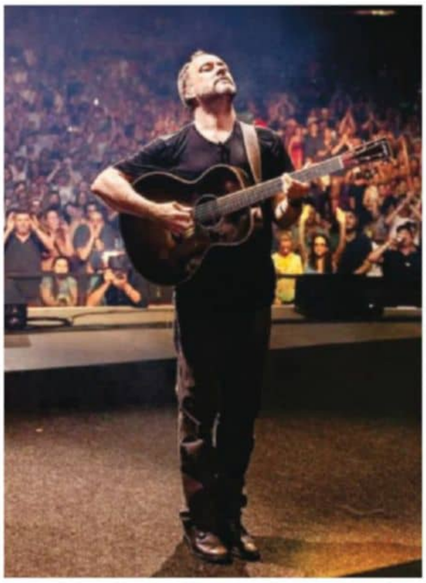
এটিই বেছে নিয়েছিলেন কিছু জন।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

প্রিয় শহরের এই বিপর্যয়ের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জেমি লি কার্টিস থেকে লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিয়ো, টেলর সুইফট সহ বহু তারকা ওশিল্পীরা। এই শহরেই বড় হয়ে ওঠা অস্কারজয়ী অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিওর। সেই শহরে ছবি আজ শ্মশানের মতো। প্রিয় শহরের শুশ্রূষায় ১ বিলিয়ন ডলার অনুদান দেবেন বলে জানিয়েছেন অভিনেতা। জেমি লি কার্টিসের পরিবার ত্রাণকার্যে ১ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। ভয়াবহ এই বিপর্যয়ে নিজের ঘর হারিয়েও মানুষকে সাহায্য করার বার্তা দিয়েছেন পপ তারকা ডুয়া লিপা। লিখেছেন, ‘যাঁরা অর্থ প্রদান করতে চান অথবা আশ্রয় দিতে চান গৃহহারাদের, তাঁদের জন্য আমি কয়েকটি লিঙ্ক সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিচ্ছি।’ নিজে তো বটেই, পাশাপাশি নিজের অনুরাগী, সুইফটিদেরও এই ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন গায়িকা টেলর সুইফট। লস অ্যাঞ্জেলসে আগামী ৩০ জানুয়ারি

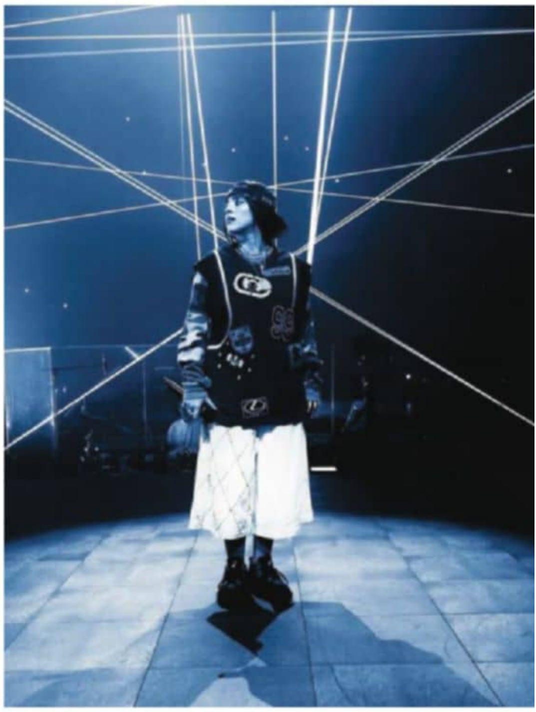


■ লেডি গাগা



■ ডেভ ম্যাথিউ

অনুষ্ঠিত হবে ফায়ার-এড কনসার্ট। এই কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত আয় সরাসরি অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে ত্রাণ কার্যে। পারফর্ম করবেন বিলি আইলিশ এবং ফিনিয়াস, আর্থ উইন্ড অ্যান্ড ফায়ার, গ্রেসি আব্রামস, গ্রিন ডে, গুয়েন স্টেফানি, জেলি রোল, জনি মিচেল, কেটি পেরি, লেডি গাগা, লিল বেবি, পিঙ্ক, রেড হট চিলি পিপারস, রড স্টুয়ার্ট, স্টিফেন স্টিলস, স্টিভি নিক্স,



■ বিলি আইলিশ

স্টিং এবং টেট ম্যাক্রে সহ বহু শিল্পী। প্রথমবারের জন্য একসঙ্গে মঞ্চে পারফর্ম করবেন ডেভ ম্যাথিউস এবং জন মায়ার।

‘অল ইট টেকস ইজ় ওয়ান ব্যাড ডে, টু রিডিউস দ্য সেনেস্ট ম্যান অ্যালাইভ টু লুন্যাসি’— ‘জোকার’ সিনেমার এই সংলাপটিই যেন দৃশ্যমান হল। ভয়াবহ এই বিপর্যয় লস অ্যাঞ্জেলেস শহরবাসীর কাছে তো বটেই, সমগ্র বিশ্ববাসীর অস্তিত্বের সামনেও একটা প্রশ্ন চিহ্ন তুলে ধরেছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, যাবতীয় প্রভাব, প্রতিপত্তি, সম্পদ আর তার পাহাড় প্রমাণ গরিমা এক পলকে ধ্বংস করে দিতে পারে প্রকৃতি।

ছবি সৌজন্যে: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ ও সোশ্যাল মিডিয়া



তারকাদের বনভোজন

লক্ষ্যে স্থির পরমব্রত

বনভোজন ছাড়া শীত অসম্পূর্ণ। ছবি মুক্তির আগে তাই বনভোজনে সামিল হল টিম **'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'**। সঙ্গে গান-বাজনা-আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া। মুহূর্তগুলো তুলে ধরলেন

সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

শীতের সকাল। তাই নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা পরে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে বাস ছাড়ল। বাসে টিম 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'। ছবি মুক্তির আগে কলাকুশলীদের নিয়ে প্রযোজনার সংস্থা আয়োজিত বনভোজনে সামিল হয়েছিলেন সকলেই। বনভোজনে যাওয়ার আগে তাঁরা নাকি পুরোদমে প্রস্তুতি নিয়েছেন। বাসে ওঠার আগে ছবির পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় জানালেন, ব্যাট-বল সব কিছুই রয়েছে সঙ্গে। নির্দেশ দিলেন, দ্রুততার সঙ্গে বাস ছাড়ার।



ক্রিকেটের মাঠে উচ্ছ্বসিত সৌরসেনী-সৃজিত



দুই ভিন্ন দলে সৌরসেনী ও সৃজিত



মাঠে নেমেছেন রাহুল



ব্যাট হাতে সৌরসেনী, উইকেট-কিপার পরমব্রত (উপরে) ব্যস্ত সুহোত্র (নিচে)

বাসে উঠেই ব্রেকফার্স্ট থুড়ি, বনভোজনের জলখাবার নিয়ে বসলেন পরমব্রত। বাকিরাও সঙ্গ দিলেন। ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা পেরিয়ে ডায়মন্ডহারবার রোডের কাছে একটি রিসর্টে পৌঁছলো গাড়ি।

ক্রিকেটের ময়দানে নামার জন্য ছবির কাস্ট, ক্রুদের নিয়ে দল তৈরি করে ফেললেন পরিচালক। খেলায় কখনও তিনি আম্পায়ার, কখনও উইকেট-কিপার, কখনও বা ধারাভাষ্যকার। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বলা চলে পরমব্রতকে। ছয়ে-চারে সবাইকে মাত

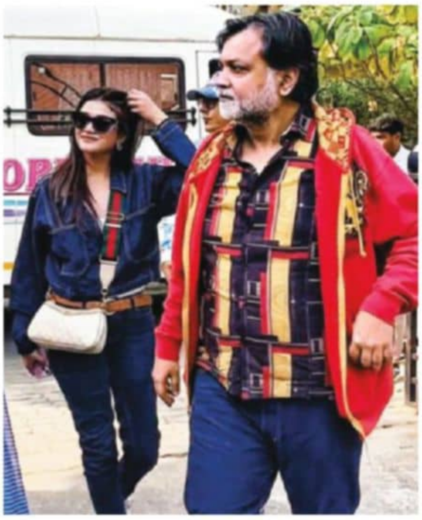




অনেক অনুরোধের পর মাঠে নেমেছিলেন অনির্বাণও



■ একফ্রেমে রাহুল, ঋত্বিক ও অনির্বাণ



■ পিকনিক স্পটে ঢোকার মুখে



■ খোশমেজাজে সৌরসেনী

পাতে কী?

জলখাবার

লুচি
সাদা আলুর
তরকারি
আচারি কুমড়োর
ছেঁচকি
বোঁদে

দুপুরের খাবার

ফিশ ফ্রাই
কাঁচালঙ্কার ঝোল
ডাল
আলু ভাজা
বেগুন বাহারি
চিংড়ি মাছের বাটি
চচ্চড়ি
কাতলা কমলা
মটম গরগরা
আমসত্ত্ব লেবুপাতার
হাত চাটনি
সন্দেশ



■ খেলা দেখতে ব্যস্ত ঋত্বিক ও অনির্বাণ

দিয়েছেন তিনি। সুহোত্রও কম কিছু নয়। অভিনয়ের মতো ক্রিকেটেও তিনি বেশ দক্ষ। মাঠে নামার আগে সৌরসেনীর আক্ষেপ, তাঁকে ছোটবেলায় চিয়ার লিডার করে রাখত দাদারা। তাই আজ তিনি বদলা নেবেনই। অনির্বাণ চক্রবর্তী আবার এ সব থেকে কিছুটা দূরে। জোর করায় মাঠে নামলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুটা খেলেই তাঁর দেখা মিলল ফিশ ফ্রাইয়ের প্লেট হাতে। এ কাজে তিনি পারদর্শী! বহুদিন পর বড়পর্দায় ফিরেছেন অনন্যা



■ ক্রিকেটের ময়দানে ফিল্ডিংয়ের মাঝে



একটু বিশ্রামে অনন্যা এবং পরমব্রত



খাওয়া-দাওয়ার মাঝে সৌরসেনী ও অনির্বাণ



খাবারের মেনুতে মন ভরেছে সকলের



খেতে ব্যস্ত অনন্যা চট্টোপাধ্যায়

চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন, সচরাচর কোথাও যান না। কিন্তু এখানে এলেন। পরিচালকের কথামতো একে একে মাঠে নেমেছিলেন রাহুল, অনন্যা সকলেই।

এরপর খানিক বিরতি। তারপর খাওয়া-দাওয়া। তারকারা যে কতটা ভোজনরসিক হতে পারেন, এই সময়ই টের পাওয়া গেল। খাবারের তালিকায় থাকা কাঁচালঙ্কার ঝোল মন জয় করে নিয়েছে সকলের। বাংলাদেশের এই বিশেষ রেসিপিটা বেশ ভয়ে ভয়ে খেলেন সৌরসেনী। ঝালের ভয় কাটিয়ে চেখে বললেন "খুব ভাল।" সৃজিত মুখোপাধ্যায় আগে থেকেই খাবার-পর্ব শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বলা ভাল, প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কুইজ় পর্বের জন্য। শেষ পাতে থাকা লেবুপাতা আমসত্ত্বের চাটনি খেয়ে মুগ্ধ অনির্বাণ। এ দিকে রেসিপির সব তথ্য খুঁটিয়ে জেনে প্রতিটা খাবার চেখে দেখলেন পরমব্রত। শুরু হল কুইজ়। সবাইকে টক্কর দিয়ে প্রথম হল রাহুল, অনির্বাণ ও সৌরসেনীর টিম। সবশেষে গান-বাজনা। বনভোজনে গিয়ে ছবির প্রচারে মন দেননি কেউই। বরং খেলা-খাবার-আড্ডা আর গান-বাজনাতেই ছিল তাঁদের মন।

ছবি: অনির্বাণ সাহা



■ মোনালি ঠাকুর

সত্যিই অসুস্থ মোনালি?

কোচবিহারের দিনহাটায় গানের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মোনালি ঠাকুর। কিন্তু তাঁকে কি সত্যিই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল? খবর, মঞ্চে গাইতে গাইতেই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। অনুষ্ঠানের মাঝে নেমে আসেন। কিন্তু হাসপাতালে নাকি ভর্তি হতে হয়নি। গায়িকা জানিয়েছেন, কখনও হিমাচল প্রদেশে অনুষ্ঠান, তো কখনও বেঙ্গালুরুতে। তার পরেই হয়তো দৌড়তে হচ্ছে কলকাতায়। প্রত্যেক জায়গার আবহাওয়া, তাপমাত্রা ভিন্ন। তার প্রভাব শরীরে পড়ছে। কিন্তু এর ফলে বেশ কিছু ভ্রান্ত খবরও ছড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, অনেকদিন ধরেই নাকি শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন মোনালি। কিন্তু এই খবর উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

বারবার পারফর্ম নয়

কিছুদিন আগে তাঁরা একসঙ্গে পারফর্ম করেছেন 'জয় লোপা এক্সপ্রেস' কনসার্টে। সচরাচর তাঁদের একত্রে পারফর্ম করতে দেখা যায় না। কিন্তু জয় সরকার এবং লোপামুদ্রা মিত্রর এই সাঙ্গীতিক যুগলবন্দি মানুষের এতটা পছন্দ হয়েছে যে, এবার বারবার অনুরোধ আসছে তাঁদের একসঙ্গে অনুষ্ঠান করার। তবে জয় এবং লোপামুদ্রা এই বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন। কারণ এই যুগলবন্দিকে তাঁরা স্পেশ্যাল প্রোজেক্ট হিসেবেই দেখছেন। তাঁদের নিজেদের বহু অনুষ্ঠান থাকে। তার বাইরে এসে একত্রিত হতে গেলে যে সময় এবং রিহার্সালের দরকার, তার পিছনে



■ জয় সরকার এবং লোপামুদ্রা মিত্র

সময় দিতে চান জয় এবং লোপা। তাই খুব বাছাই করা কিছু অনুষ্ঠানই করবেন বলে ঠিক করেছেন তাঁরা।

প্রেমের ব্যাপারে আমি খুব প্রাচীনপন্থী: অন্বেষা দত্তগুপ্ত

একাধিক ভাষায় গান গেয়েছেন, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। এর মধ্যেই বার বার এসেছে অভিনয়ের প্রস্তাব। তবে **অন্বেষা দত্তগুপ্ত** কীভাবে দেখেন তাঁর এই যাত্রাপথকে? তাঁর সঙ্গে কথা বললেন **সায়ক বসু**



■ অন্বেষা দত্তগুপ্ত

সৌম্যজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হিন্দি ছবি ‘হামসাজ় দ্য মিউজ়িক’-এ আপনাকে প্রথমবার অভিনয় করতে দেখা যাবে। প্রশ্ন হল, এর আগে তো নিশ্চয়ই অভিনয়ের অফার এসেছে। এটাতেই রাজি হলেন কেন?

আমি অপেরা বা মিউজ়িক্যালের ভীষণ ভক্ত। সঙ্গীতকেন্দ্রিক ছবির সঙ্গে রূপকথা যদি মিশে যায়, তা হলে ভালই লাগে। ‘লায়ন কিং’, ‘সাউন্ড অফ মিউজ়িক’ বা ‘লা লা ল্যান্ড’-এর মতো ছবি তো আমরা দেখেছি। এ দেশে এরকম কাজ খুব একটা হয় না। তাই অফারটা যখন এল, তখন মনে হল, একবার করে দেখলে মন্দ কী? ছবি নতুন ঘরানার। আসলে যিনি অভিনয় করছেন, তিনিই গান কম্পোজ় করেছেন এবং গাইছেন, এমনটা তো খুব একটা হয় না। তাই একটা এক্সপেরিমেন্ট। দেখি, মানুষের কেমন লাগে?

আচ্ছা, একজন কণ্ঠশিল্পীর কি নিজে গান তৈরি করলে সুবিধে হয় কিছু? সাঙ্গীতিক প্রতিভা ঘষামাজার সুযোগ হয়?

প্রশ্নটার উত্তর আমার কাছে সবসময়ই ব্যক্তিনির্ভর। সত্যি কথা বলতে কী, আমি মূলত কণ্ঠশিল্পী। বাড়িতে অনেক সময় গান লিখতাম, সুর করতাম। কিন্তু সেগুলো খুব একটা প্রকাশ করার কথা ভাবিনি। তারপর একটা সময় মা-বাবা শুনে বললেন, যে তাঁদের ভাল লাগছে। ব্যস, তারপর থেকেই নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সেগুলো প্রকাশ করা শুরু। সেখান থেকে দুটো বাংলা ছবি, একটা মরাঠী ছবির গান তৈরি ও ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের কাজ এল। এবার ঘষামাজা কী হয়, জানি

না। শুধু মনে হয়, গান গেয়ে অনেক সময় যে মানসিক তৃপ্তিগুলো পাওয়া যায় না, সেগুলো অনেকটাই পাওয়া যায়, গান কম্পোজ় করলে বা অভিনয় করলে। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন দিকের উন্মেষ বলতে পারেন।

হিন্দি ভাষাটা কি ছোটবেলা থেকেই রপ্ত ছিল? মানে লেখার ব্যাপারটা?

ছিল। স্কুলে আমার থার্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হিন্দি ছিল। কিন্তু খুব হিন্দি এবং উর্দু শায়েরি পড়তাম। তাছাড়া মুম্বইতে অনেকদিন থাকতে থাকতে হিন্দি সড়গড় হয়ে যায়। সেখান থেকে বিষয়টা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু গানের জন্য এতদিনের যে রেওয়াজ, সেটা কি অভিনয় করতে এসে সম্ভব হয়েছে? নাকি খানিক কসরত করতে হয়েছে?

কসরত কিনা জানি না। তবে অভিনয়ের যে কাজটা করেছি, সেটা অনেকটাই তো আমার গানের সঙ্গে সম্পর্কিত, ফলে আলাদা করে কসরত বলতে কিছু করতে হয়নি। তবে হ্যাঁ, আমি তো অভিনয় করিনি ক্যামেরার সামনে, তাই পরিচালকের কথা মেনে চলেছি। অক্ষরে অক্ষরে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, ছবিটা করতে গিয়ে শিডিউল বহুবার ভাঙতে হয়েছে। কারণ দৃশ্যের শুটিংগুলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গানের শুটিং অনেকটা সময় ধরে করতে হয়েছে। ফলে সাধারণভাবে গান শুনে যদি মনে হয়, তাড়াতাড়ি হয়েছে, তা কিন্তু নয়।

এখন গান তৈরি করেন বলে আপনার উপর দায়িত্বটা খানিক বেশি বর্তায়। এখন যে সমাজ এবং পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, তার প্রতিফলন কি গানে দেখা যাচ্ছে?

খুব সত্যি কথা বলতে গেলে, না। দেখা যাচ্ছে না। আপনি আর জি কাণ্ডের প্রেক্ষিতে প্রশ্নটা করছেন বুঝতে পারছি। গোটা বিষয়টা আমাকে মানসিক ভাবে খুব বিধ্বস্ত করেছে। আমি তো রাস্তাতেও নেমেছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম, বিষয়টা কেমন যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। আসলে আমাদের সমাজটা খুবই ক্যাপিটালিজ়ম নির্ভর একটা সমাজ তো। তাই সেই জন্য অর্থ, ভিউ, লাইকস... এগুলো খুব নির্ভর করে। মানুষ যেন সেই দিকেই ধাবমান। আমিও খানিকটা তাই। কিন্তু সব প্রতিকূলতাকে আমরা সহ্য করতে শিখে গিয়েছি।

এখনও কি নিয়ম মেনে রেওয়াজ করতে পারেন?

রেওয়াজ করতেই হয়। কিন্তু সময়টা একটু এ দিক-ও দিক করতে হয়েছে। ছোটবেলায় ভোর চারটেয় উঠিয়ে দিতেন মা। রেওয়াজ করতাম। এখন নিজের সময় অনুযায়ী রেওয়াজ করে নিতে হয়। শান্ত রাখতে হয় চারপাশ। তাছাড়া দিনের অনেকটা সময় গানও শুনি।

অন্বেষার জীবনেও প্রেমের উপস্থিতি রয়েছে নিশ্চয়ই?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। কারণ এইসব ব্যাপারে আমি বেশ প্রাচীনপন্থী। বিষয়টাকে খুব ব্যক্তিগত রাখতে চাই। তবে এটা ঠিক যে, ভাল লাগা যে হয়নি, তা নয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন জিনিস ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি যেহেতু খুবই চুপচাপ। মুখচোরা। তাই বিষয়টা এগোয়নি। এখনও বাড়ির লোকের সঙ্গে থাকতেই খুব ভালবাসি। হ্যাং আউট, ভিড় ভাল লাগে না।



সহশিল্পীদের সঙ্গে



অনুপম রায়ের সঙ্গে



প্রথমবার সিনেমায় আসছেন তিনি



শিবপ্রসাদ-নন্দিতা

এবার শীতে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা

শীতকালে বড়দিনের সিনেমা মানেই এতদিন ছিল মূলত অতনু রায়চৌধুরী-অভিজিৎ সেন-দেব ত্রয়ীর ছবি। নিখাদ পারিবারিক ড্রামাভিত্তিক ছবিগুলির রমরমা ব্যবসা বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে সুখের দিন দেখিয়েছে অতীতে। এ বার শীতে অতনু রায়চৌধুরী ও দেবকে টক্কর দিতে মাঠে নামছেন নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উইন্ডোজ় প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে আসতে চলেছে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। পরিচালনায় অরিত্র মুখোপাধ্যায়। বড়দিনের বড় চমক এই ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ্যে এল সম্প্রতি। এ বার শীতেও কি তাহলে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের জুটি বাজিমাত করবে?





সোহিনী সরকার এবং ঋত্বিক চক্রবর্তী (নীচে)

ঋত্বিক-সোহিনীর 'রান্নাবাটি'

প্রতীম ডি গুপ্তর আগামী ছবিতে জুটি বাঁধবেন সোহিনী সরকার এবং ঋত্বিক চক্রবর্তী। ছবির নাম 'রান্নাবাটি'। রান্নাকে কেন্দ্র করে প্রতীমের আগের ছবি 'মাছের ঝোল'-এও অভিনয় করেছিলেন ঋত্বিক। এই ছবিতে রন্ধনশিল্পীর চরিত্রে দেখা যাবে সোহিনীকে। অপরদিকে ঋত্বিকের চরিত্রের সদ্য পত্নীবিয়োগ হয়েছে। একা হাতে মেয়েকে সামলাতে নাজেহাল অবস্থা তার। সংসারের প্রয়োজনে সোহিনীর কাছে রান্না ক্লাস নিতে শুরু করেন ঋত্বিক। সেখান থেকেই প্রেমের শুরু। জানুয়ারির শেষ থেকে শুরু হবে ছবির শুটিং। এই ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং লোকনাথ দে-কে। আপাতত চলছে লুকসেটের কাজ।



এবার বায়োপিক?

একটা সময় রাতের কলকাতার রানি ছিলেন তিনি। 'মিস শেফালি' ওরফে আরতি মুখোপাধ্যায়ের জীবন এবং তার গল্প কোনও সিনেমার চেয়ে কম কিছু নয়। শোনা যাচ্ছে, এবার মিস শেফালির জীবনের গল্প বড় পর্দায় আসতে চলেছে। এবং অরিন্দম শীল নাকি এই বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে রিসার্চের কাজও শুরু করেছেন। দেখা যাক, কোন দিকে এগোয় এই ছবির কাজ। তবে বিষয়টি নিয়ে বেশ লুকোচুরি চলছে, বলতে বাধা নেই।

মিস শেফালি





ফের একসঙ্গে শ্রাবন্তী-সোহম

'ফাঁদে পড়িয়া বগা কাঁদে', 'অমানুষ', 'শুধু তোমারই জন্য' সহ একাধিক ছবিতে দেখা গিয়েছিল টলিউডের এই হিট জুটিকে। সেই তাঁরাই আরও একবার ফিরে আসছেন পরিচালক সপ্তাশ্ব বসুর নতুন ছবি 'দূর্গানগর'-এ। বেশ অনেক বছর পর আরও একবার বড়পর্দায় একসঙ্গে সোহম চক্রবর্তী ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছবির প্রথম লুক প্রকাশ্যে আসবে শীঘ্রই। অনেকদিন পর একে-অপরের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সোহম ও শ্রাবন্তী, দু'জনেই।



শ্রাবন্তী-সোহম



ভাগ্যলক্ষ্মী

অনবদ্য

7.5/10

পরিচালনা: মৈনাক ভৌমিক
অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, শোলাঙ্কি রায়, স্বস্তিকা দত্ত, সুজন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ

স্যাটায়ারিক্যাল থ্রিলার ঘরানার ছবি বাংলায় খুব একটা দেখি না আমরা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'ভাগ্যলক্ষ্মী' নতুন এক দমকা বাতাসের মতো। কাবেরী (শোলাঙ্কি রায়) স্কুলের চাকরি হারিয়েছে। অন্যদিকে তার স্বামী সত্যর (ঋত্বিক চক্রবর্তী) সাংবাদিকের চাকরিও শেষমেশ চলে যায়। নেহাতই মধ্যবিত্ত দম্পতি তারা। ফলে জীবনযাপনের মানে তাদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না। সাধারণ দর্শকের কাছে এই দুই চরিত্রের সমীকরণ বেশ রিলেটেবল। সত্য ও কাবেরীর ফ্ল্যাটে এক বন্ধুর ড্রাগ ওভারডোজে মারা যাওয়া দিয়ে গল্পের শুরু। সেই বন্ধুর সুটকেস ভর্তি টাকা! মধ্যবিত্ত টানাপড়েনের সংসারে এত টাকা দেখে কে লোভ সামলাতে পারবে? গল্পের প্রতিটি পরতে মনোজগতের এক গভীর টানাপড়েন রেখে গিয়েছেন পরিচালক।

একে একে পুলিশ, আন্ডারওয়ার্ল্ড, সুপারি কিলার, মন্ত্রীর অবতারণা আসে ছবিজুড়ে। আপাত ফ্যামিলি ড্রামা থেকে ছবিকে নিয়ে যায় এক সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারে। তবে টানটান উত্তেজনার মাঝেও হালকা মুহূর্তের রিলিফ দিয়েছেন পরিচালক। তা কখনও সূক্ষ্ম স্যাটায়ারে মোড়া। ফলে, খুন ও ভয়ের আবহের মধ্যেও একটু হেসে নিতে পারবে দর্শক। সিনেমার নানা উপাদানের ভারসাম্য কী অদ্ভুত মুনশিয়ানায় একদম মাপে মাপে তুলে ধরেছেন পরিচালক। সিনেমার দৃশ্যায়নকে আরও মজবুত করেছে স্যাভির আবহ সঙ্গীত, অনুপম রায়ের গান ও শুভদীপ নস্করের ক্যামেরা। সঙ্গে ঋত্বিক চক্রবর্তী যে তাঁর চরিত্রে প্রাণ ঢেলে দেবেন, এ তো আর নতুন কিছু নয়। সত্যর ভালনারেবিলিটি যেন ঋত্বিক নিজের করে নিয়েছেন! পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন শোলাঙ্কিও। সুজন মুখোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা দত্তও বেশ ভাল। পরিচালক মৈনাককে কুর্নিশ এমন বহুস্তরীয় ছবি উপহার দেওয়ার জন্য, যা নিঃসন্দেহে বাংলা ছবির জগতে এক নতুন ট্রেন্ড।

বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান

খামতি থাকলেও প্রচেষ্টা ভাল

5.5/10

পরিচালনা: রাম কমল মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: রুক্মিণী মৈত্র, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ওম সাহানি, রাহুল বসু, চন্দন রায় সান্যাল

এই সিনেমা মুক্তির আগেই বিনোদিনীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে। স্টার থিয়েটার এখন বিনোদিনী থিয়েটার। যে আক্ষেপে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন নটী বিনোদিনী। পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায় বিনোদিনীর জীবনের সেই দিকটাতেই বিশেষ মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন। ছবিতে প্রশংসা করা যায় ক্যামেরার কাজের। প্রতিটি দৃশ্যে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, ঠিক যেমনটা দেখানো উচিত। নটীর ছোটবেলা থেকে শুরু করে শেষ জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। মুখ্য চরিত্রে রুক্মিণী মৈত্র। নটী রূপে তাঁকে সাজিয়ে তোলার যথাযথ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোথাও গিয়ে খানিক অতিরিক্ত লাগে তাঁর মুখাভিনয়। নাটকের মঞ্চে নটী রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে আরও খানিক প্রস্তুতি

নিলে ভাল হত। কুমার বাহাদুরের চরিত্রে বেশ ভাল অভিনয় করেছেন ওম সাহানি। স্বল্প জায়গা পেলেও নিজেকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। রাজপুতদের মতোই তাঁর অভিনয়ে আভিজাত্য ছিল। নাট্যকার গিরীশ ঘোষের চরিত্রে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভাল। তাঁর সঙ্গে রুক্মিণীর গুরু-শিষ্যার যে বন্ডিং, তা পর্দায় দেখতে ভাল লাগে। স্বল্প জায়গায় আরও একজন বেশ ভাল অভিনয় করেছেন, তিনি হলেন চন্দন রায় সান্যাল। গোলাপির চরিত্রে চান্দ্রেয়ী ঘোষ যথাযথ। তাঁর মৃত্যুর দৃশ্যটি দর্শকদের চোখে জল আনার মতোই। তবে বিনোদিনীর গল্পে খামতি ছিল অনেক। পরিণত অভিনয়ে চিত্রনাট্য আরও ভাল করা যেত। অনেকটা সময় নিয়েই যখন ছবি তৈরি হয়েছে, তখন তা গুছিয়ে নিতে হত ভাল ভাবে। গুরু হিসেবে গিরীশ ঘোষের সঙ্গে কিংবা প্রেমিক কুমার বাহাদুরের সঙ্গে এতটা সময় না দেখিয়ে, বিনোদিনীর ছোটবেলার সময়টা বা বড় হয়ে ওঠার দিকটা আরও বেশি উপস্থাপিত করা যেত। গানে মন ভরবে, এ কথা বলাই যায়। কিন্তু হিন্দি গানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এ ছাড়া আরও একটি বিষয়, নটী বিনোদিনীকে রক্ষিতা বানানোর জন্য মরিয়া ছিলেন বছর ২০-২১-এর গুরমুখ রায়। কিন্তু সিনেমায় প্রথম থেকেই তাঁকে বেশ বয়স্ক দেখানো হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, বিনোদিনীর রঙ্গমঞ্চ ত্যাগের মুহূর্ত বা ছবির শেষ দৃশ্য, মনে রাখার মতো।





অপরিচিত

6/10

স্মার্ট মেকিং

পরিচালনা: জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, ইশা সাহা, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সাহেব ভট্টাচার্য

চেনা আর অচেনার মধ্যেকার বিভেদ কি ম্লান হয়ে যায় কখনও কখনও? চেনা মানুষ, চেনা পরিজন, চেনা সম্পর্কগুলোও কি অচেনা ঠেকে? জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিত' তে এই চেনা অচেনার দ্বন্দ্ব যেন চিরন্তন। আর সিনেমার ভাষার গুণে সেই দ্বন্দ্ব প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে ছবিতে। গল্পের প্রেক্ষাপট লন্ডন। সেখানকার অল্ডারশটে একটি লাইব্রেরি চালায় রঞ্জন ঘোষাল (ঋত্বিক চক্রবর্তী)। এক রাত্রে দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর পার্শিয়াল মেমরি লস হয় তার। তবে ঠিক দুর্ঘটনা নয়, জানা যায় মাথার পিছনে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে তাকে। তদন্তে নামে লন্ডন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার অভীক দত্ত (অনির্বাণ চক্রবর্তী)। কিন্তু আংশিক স্মৃতি হারানোর ফলে, স্ত্রী রিয়াকেও (ইশা সাহা) চিনতে পারে না রঞ্জন। অন্যদিকে রঞ্জনকে খুনের চেষ্টার পর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না রিয়াকেও। কিন্তু রিয়া ফিরে আসার পরও রঞ্জন কিছুতেই তাকে চিনতে পারে না। মনের মধ্যে দানা বাঁধে সন্দেহ। সে মনে করতে থেকে, তাহলে কি রিয়াই তাকে মারতে চেয়েছিল? সম্পর্ক ও খুনের চেষ্টার রহস্য উদ্ঘাটন, দু' ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ব, সংশয়ের জাল বুনেছেন পরিচালক। গল্পে আলাদা মাত্রা যোগ করে স্তুডি পরা এক মানুষ (সাহেব)। ক্লাইম্যাক্স খানিকটা আগে থেকে আন্দাজ করা গেলেও, গল্পের থ্রিল শেষ মুহূর্ত অবধি ধরে রেখেছেন পরিচালক। ভাল বিষয় হল, নেহাতই রঞ্জনের উপর আক্রমণের টানটান তদন্তের মধ্যে তিনি বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং, সম্পর্কের জটিলতাও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। ঋত্বিকের অভিনয় নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। এ বছর পরপর তিনটি ছবি মুক্তি পেল তাঁর, প্রত্যেকটিতেই তিনি অসামান্য। এই ছবিতে রঞ্জনের চরিত্রের ভালনারেবিলিটি বোধহয় তাঁর পক্ষেই ধরা সম্ভব। ইশা সাহাকেও ভাল লেগেছে। পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন তিনি। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সাহেব ভট্টাচার্য যথাযথ। তবে গল্পের প্রথমার্ধ একটু মন্থর। দ্বিতীয়ার্ধে যদিও যাবতীয় খামতি পুষিয়ে দিয়েছেন পরিচালক। গল্পের বুনট আর একটু ভাল হতে পারত। সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক আরও পেপি হলে থ্রিলারে বাড়তি এলিমেন্ট দিতে পারত।

ফেলুবক্সী

আধুনিক গোয়েন্দার কর্মকাণ্ড

পরিচালনা: দেবরাজ সিংহ
অভিনয়: সোহম চক্রবর্তী, মধুমিতা সরকার, রৌনক ভট্টাচার্য, পরীমণি

4/10

বাঙালির দুই প্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র 'ফেলুদা' এবং 'ব্যোমকেশ বক্সী'। এই দুইকে মিলিয়ে দিয়েছে সিনেমার মূল চরিত্র, যার নাম ফেলুবক্সী। গল্পের আধুনিক গোয়েন্দা রূপে ধরা দিয়েছেন সোহম। গোয়েন্দা সুলভ আচরণ তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে না উঠলেও, সোহমের প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তন। থ্রিলারধর্মী ছবি ছবি 'ফেলুবক্সী'-র মূল বিষয়বস্তু একটি পরিবারে পরপর হতে থাকা খুনের রহস্য উন্মোচন। এই কাজে হাত লাগান পর্দার গোয়েন্দা সোহম। বলা বাহুল্য, তাকে এই রহস্য সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ছবিতে গোয়েন্দা চরিত্রের সোহমের জীবনযাপন অত্যন্ত আধুনিক। ব্যোমকেশ বা ফেলুদার মতো পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, গাম্ভীর্য কিংবা সমস্যা সমাধানের তুখোর মোড় ঘোরানো মুহূর্ত, খুব একটা নেই এই সিনেমায়। তবুও প্রধান চরিত্ররা চেষ্টা করে গেছেন গল্পকে কতটা মজবুত করা যায়। সোহমের বিপরীতে রয়েছেন মধুমিতা। সমস্যা সমাধানে সোহমের সঙ্গী বলা চলে তাঁকে। তবে তাঁদের কেমিস্ট্রি অতটাও জমেনি ছবিতে। হয়তো থ্রিলারধর্মী ছবি বলেই তা বাদ রাখা হয়েছে। ছবিতে ব্যবহার হওয়া রবীন্দ্র সংগীত শুনতে ভাল লাগে। ওপার বাংলার অভিনেত্রী পরীমণির অভিনয় অনেক পরিণত লাগে এই ছবিতে। পুরো ছবি জুড়েই রয়েছে সাসপেন্স এবং ক্লাইম্যাক্স। কিন্তু তা অযথাই বড় করা হয়েছে কোনও না কোনও ভাবে। ছবির দৈর্ঘ্য কম হলে তা আরও ভাল হত। দর্শকদের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখাটা বেশ ক্লান্তিকর। চিত্রনাট্যের বুনন কোথাও গিয়ে যেন বেশ মেকি লাগে। গোয়েন্দা হিরোর গোয়েন্দা সুলভ আচরণ না হয়েও, কী করে একটি সিনেমার নাম ফেলুবক্সী হতে পারে, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। যদিও ছবির দ্বিতীয় পর্ব আসতে পারে ইঙ্গিত রয়েছে সেরকমই।





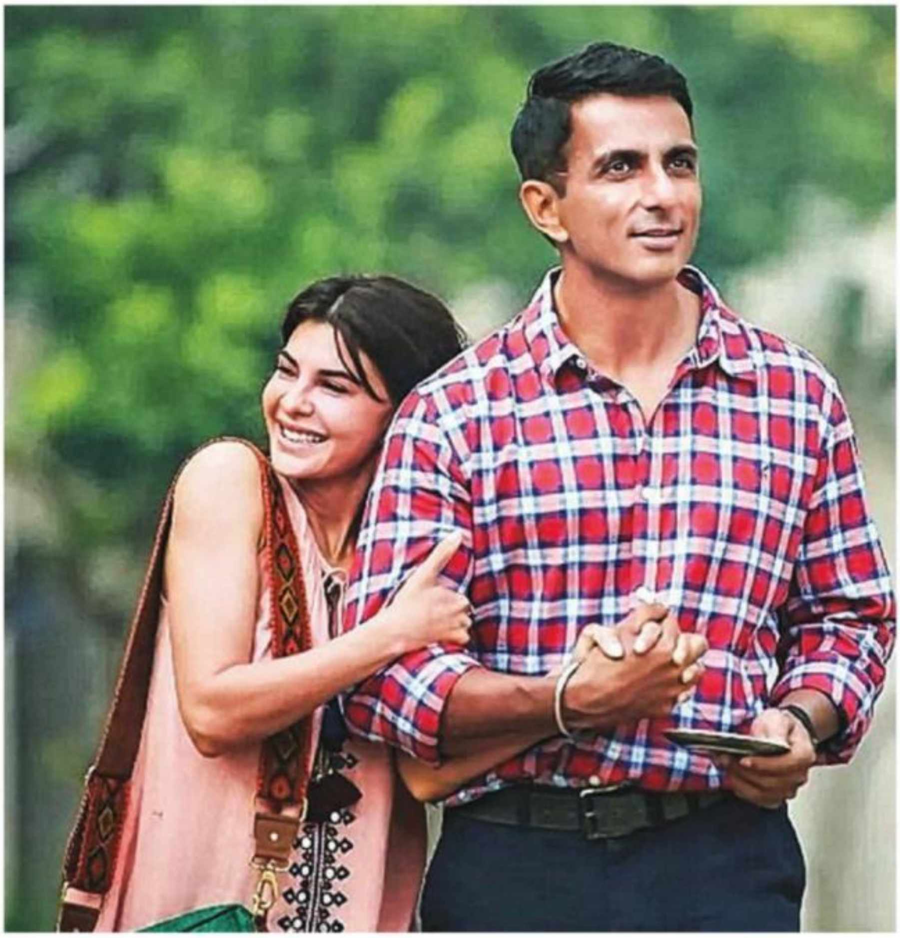
5/10

গেম চেঞ্জার

ভাল কিন্তু গভীরতার অভাব

পরিচালনা:শঙ্কর শানমুগম
অভিনয়: রামচরণ, কিয়ারা আডবাণী, অঞ্জলি, এস.জে. সূর্য

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভরপুর অ্যাকশন, মারপিট। ঠিক যেমন একটা একটা তামিল সিনেমা হয়, গেম চেঞ্জারও ছবিটিও তাই। রামচরণ 'তেজা' হিসেবে নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে সিনেমাটাকে। রামচরণ এই ছবিতে জেলা শাসকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সমাজে নেতাদের যেসব দুর্নীতি করে, তা আটকাতে তৎপর তিনি। লড়াই করে সব কিছুর মোকাবিলা করেন। এখানেই দেখানো হয় অ্যাকশন দৃশ্যগুলি, যা দর্শকদের জন্য খুবই মনোগ্রাহী। কিয়ারা আডবাণীকে এই ছবিতে দেখতে ভাল লাগলেও, তাঁর বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই এই ছবিতে। ছবির বেশ কিছু সংলাপ এবং চটুল দৃশ্যগুলি দেখতে বেশ ভাল লাগবে। কিন্তু ছবিতে প্রতিটি দৃশ্যই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন কোনও আবেগপ্রবণ দৃশ্য দেখানোর ঠিক পরেই দেখানো হচ্ছে অ্যাকশন দৃশ্য। যা খুবই বেমানান। ভিএফএক্সের ব্যবহার আরও উন্নত হতে পারত। কিছু দৃশ্য মেকি লাগবে এই কারণেই। তবে অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য বাহবা দিতে হয় পরিচালককে।



ফতেহ

মনে দাগ কাটে না

4/10

পরিচালনা: সোনু সুদ
অভিনয়: সোনু সুদ, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ়, নাসিরুদ্দিন শাহ, বিজয় রাজ, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য

প্রথম বার পরিচালনায় এলেন সোনু সুদ। সে কারণেই কি না জানা নেই, তবে এ ছবির মধ্যমণি হিসেবে তিনি শুধু এবং শুধুমাত্র নিজেকেই ভেবেছেন। বড় ছবিতে পার্শ্বচরিত্র নয়, দক্ষিণের ছবিতে খলচরিত্র নয়... এ সোনু সুদ আদ্যোপান্ত অ্যাকশন ফিল্মের সোলো হিরো। কিন্তু নায়কের আধিপত্য বা নিরবচ্ছিন্ন গোলাগুলি-খুন-রক্তপাত কিছুই উদ্ধারকর্তা হয়ে উঠতে পারল না 'ফতেহ'র। ছবির শুরুতেই এক মারকাটারি অ্যাকশন সিকোয়েন্স। ফতেহ (সোনু সুদ) একটি ঘরে ঢুকে নির্বিচারে মারতে থাকে। অ্যাকশন ও ভায়োলেন্স-নির্ভর ছবির বাজার ভাল ঠিকই, কিন্তু অ্যাকশন সিকোয়েন্সের দৃশ্যায়নের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ভাল কোরিওগ্রাফি, স্টান্ট ডিরেকশন ও নায়কের ক্যারিশমা...এই তিনের মিশেলে ভিড়ের মধ্যেও আলাদা হয়ে যায় কিছু ছবির অ্যাকশন। তিনটির কোনওটিই মনঃপূত হল না এই ছবিতে। পঞ্জাবের ছোট্ট গ্রাম মোগা থেকে দিল্লি... একই রকম গতিতে অ্যাকশন চলতে থাকে। গুন্ডারা খালি বিভিন্ন দৃশ্যে পোশাক বদলে বদলে আসে। সাইবার ক্রিমিনালের ভূমিকায় নাসিরুদ্দিন শাহ, তার খুনে সহকারী বিজয় রাজ, দুষ্টু পুলিশের চরিত্রে দিব্যেন্দু...কোনও অভিনেতাকেই সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারেননি পরিচালক। ডিপ ফেক থেকে ইলেকট্রোকিউশন...সব আছে। মহিলা চরিত্র শ্রুতি (জ্যাকলিন) এথিক্যাল হ্যাকার হিসেবে কাজ করে। ফতেহ-র জীবনে আরও একজন মহিলা আছে (শিব জ্যোতি রাজপুত)। কিন্তু এই চরিত্রগুলোর উপর কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। কারণ, ছবির একমাত্র উদ্দেশ্য অ্যাকশন আর অ্যাকশন।

নিখোঁজ

জমাটি থ্রিলার

7/10



পরিচালনা: অয়ন চক্রবর্তী
অভিনয়: টোটা রায়চৌধুরী, সোমাশ্রী ভট্টাচার্য, রজতাভ দত্ত

যাঁরা 'নিখোঁজ'এর প্রথম সিজ়ন দেখেছেন, তাঁদের মনে আছে কোন টানটান জায়গায় গল্পটি ছেড়েছিলেন পরিচালক। প্রথম সিজ়নের সেই ক্লিফহ্যাঙ্গার এন্ডিং থেকেই দ্বিতীয় সিজ়নের গল্প এগোয়। ডিসিপি বৃন্দা বসুর মেয়ে দিতিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা নিয়ে এ বারের গল্প। এই সিজ়নের উপজীব্য একদিকে যেমন টানটান রোমাঞ্চ, তেমনই একজন মায়ের ব্যক্তিসত্তার টানাপড়েনের নানা আঙ্গিক। গত সিজ়নেই দেখা গিয়েছে, একটি পার্টি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় দিতি। তাঁকে খুঁজে বের করতে গিয়ে মিথ্যে, সংশয়, রহস্য ও প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়ে বৃন্দা। তার মিশনে তাকে সাহায্য করে সাংবাদিক রোহিত সেন (টোটা রায়চৌধুরী)। টোটার এন্ট্রি বেশ ফ্রেশ লেগেছে। তার চরিত্রের বুদ্ধিমত্তা আলাদা ডাইমেনশন যোগ করেছে গল্পে, বলাই যায়। শুধু রোহিত নয়, এই সিজ়নে নতুন এন্ট্রি এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টও এক সাক্ষীর। আগের সিজ়নের অনেকটা ফোকাস জুড়ে ছিল ফরেন্সিক তদন্ত, সাক্ষীদের বয়ানের মতো টেকনিক্যাল বিষয়। এ বারে কিন্তু পুরোটাই অ্যাকশন ড্রিভন। বৃন্দার ব্যক্তিত্ব, তার জেদ, একরোখা মনোভাবকে পর্দায় নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আলাদা করে বলা প্রয়োজন দৃশ্যায়নের ব্যাপারেও। সব মিলিয়ে টানটানট সিজ়ন উপহার পেলেন দর্শক।

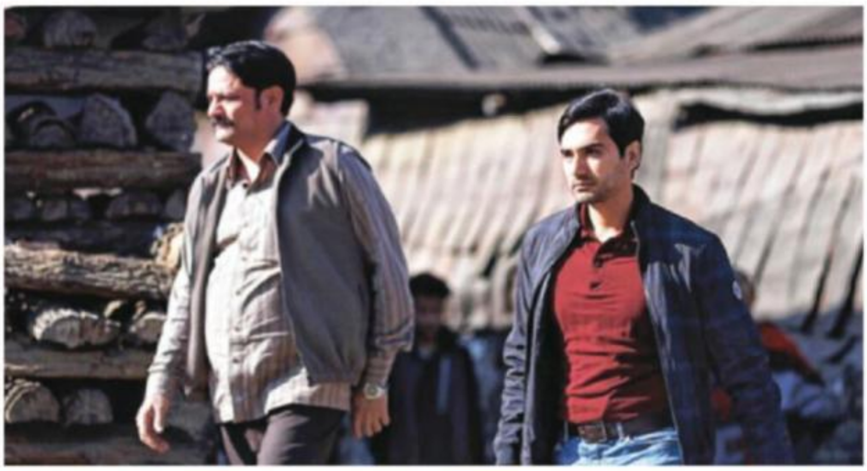
পাতাল লোক ২

8/10

দ্বিগুণ বিনোদন

পরিচালনা ও ক্রিয়েশন: অবিনাশ অরুণ ও সুদীপ শর্মা
অভিনয়: জয়দীপ আহলাওয়াত, তিলোত্তমা সোম, ইশওয়াক সিংহ, গুল পনাগ, নাগেশ কুকুনুর, জাহ্নু বড়ুয়া

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নাগাল্যান্ড বিজনেস সামিটে নাগাল্যান্ডের নেতা জনাথন থমের মুন্ডুকাটা ধড় পাওয়া গেল। সিসিটিভি ফুটেজে উঠে এলো রোজ় লিজ়ো নামের এক নাগা মেয়ের ছবি। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের গল্প। 'পাতাল লোক'-এর দ্বিতীয় সিজ়ন দ্বিগুণ সাসপেন্স নিয়ে ফিরল। 'হাথোড়া ত্যাগী'র কেসের সমাধান করা হাথীরাম চৌধুরী (জয়দীপ) এখনও যমুনাপারের ইনস্পেকটর, যেখানে তাঁর ট্রেনি আনসারি (ইশওয়াক) হয়ে গিয়েছে এসএইচও। জনাথনের মৃত্যুর তদন্তভার আনসারির উপরই ন্যস্ত। সেই কেসে হাথীরাম ঢোকে এক পরিযায়ী শ্রমিকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কেস থেকে। জয়দীপ এই সিজ়নে আবার পৃথুল, পায়ের ব্যথায় বিচলিত, নিজের পদোন্নতির আশা ছেড়ে দেওয়া হাথীরাম। তবে তার মধ্যে নিজের কাজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস! তাই সে অর্থের জন্য অন্য কোনও চাকরি করতে চায় না। অন্যদিকে আনসারি বুঝতে পারে না, হাথীরামকে প্রোটোকল মেনে কীভাবে হাথীরামকে প্রাক্তন সিনিয়রের জায়গায় বসানো যায় কিনা। নাগাল্যান্ডের জটিল রাজনীতিতে বিচলিত অফিসার বড়ুয়াও (তিলোত্তমা)। অভিনয়ের বিভাগে এই সিরিজ়ে সকলে ডিস্টিংশনে পাশ এবং বিস্মিত করেন। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব? জয়দীপ, নাকি তিলোত্তমা নাকি ইশওয়াক? ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রে দুই পরিচালক নাগেশ কুকুনুর এবং জাহ্নু বড়ুয়াকে খুব সুন্দরভাবে অভিনেতা হিসেবে ব্যবহার করেছেন পরিচালক। এক দুর্ধর্ষ স্নাইপার হিসেবে দেখা যায় ইন্ডিয়ান আইডল বিজেতা প্রশান্ত তামাংকেও! সব মিলিয়ে 'পাতাল লোক ২' বিনোদন এবং রাজনৈতিক জটিলতায় আগের কিস্তিকে ছুঁয়ে যায়, কিছু কিছু বিভাগে ছাপিয়েও যায় বইকি।





ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট

8/10

বারবার দেখা যায়

ক্রিয়েশন: বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে
অভিনয়: রাহুল ভট্ট, জাহান কপূর, অনুরাগ ঠাকুর, পরমবীর চিমা, সিদ্ধান্ত গুপ্ত

ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত জেল তিহাড়ের জেলার সুনীল কুমার গুপ্ত এবং সাংবাদিক সুনেত্রা চৌধুরী মিলে লিখেছেন একটি বই, যাতে সুনীলের তিহাড়ের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ। সেই বইয়ের প্রথম চারবছরের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে তৈরি করেছেন প্রিজ়ন ড্রামা 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট'। তিহাড়ের মতো একটি জেল, এক নম্র ও সৎ নতুন সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কুখ্যাত কিছু আসামী... এই সিরিজ়টি এই কয়েকটি উপাদানেই জমজমাট হতে পারত। তবে সেই সঙ্গে নিজের মনন, রঙ্গা-বিল্লার বিখ্যাত কেস, ইন্দিরা গান্ধীর অ্যাসাসিনেশন, চার্লস শোভরাজের মতো আরও অনেক গল্প মিলিয়েছেন বিক্রমাদিত্য। সুনীলের চরিত্রে জাহান কপুর যেমন কাস্টিংয়ের সেরা অংশ। এক আন্ডারডগ, ছোট শরীর-বড় মস্তক, ঢিলে ইউনিফর্মে যার কনফিডেন্সও টলে যায়। অথচ একসময় তার দেখানো পথেই চলতে হয় তথাকথিত 'ধাকড়' জেলারদের। পরমবীর চিমা এবং অনুরাগ ঠাকুরও দারুণ প্রাপ্তি। তবে চমকে দিয়েছেন রাহুল ভট্ট। অনুরাগ কশ্যপের 'কেনেডি'-তে তিনি যেমন চমকে দিয়েছিলেন, তবে তা সাধারণ দর্শকের নাগালে পৌঁছয়নি দুর্ভাগ্যবশত। ১৯৮২-তে চার্লস শোভরাজ ছিলেন তিহাড়ের 'স্টার', যার ছটার ছোঁয়া পেয়েছিলেন সুনীল গুপ্তও। এই সিরিজ়ের 'সুনীল' যদি অর্জুন হন, তাঁর কৃষ্ণ চার্লস শোভরাজ। হাতে গোনা কিছু দৃশ্যে চার্লস বেশে হাজিরা দিয়েছেন সিদ্ধান্ত গুপ্ত এবং প্রতিটি দৃশ্যে মুগ্ধ করেছেন। আর সেক্ষেত্রে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেছে মেকআপ এবং স্টাইলিং। এই সিরিজ়টি তৈরি করতেই পারত প্রচণ্ড গুরুগম্ভীর, দমবন্ধকর একটি পরিবেশ। পরিবর্তে তাতে এইট্টিজ়ের বিজিএম, হিউমর এবং বিনোদন ভরে দিয়েছেন বিক্রমাদিত্য। ঠিক যেমন রঙ্গা ও বিল্লার ফাঁসির দৃশ্যটি হয়ে উঠেছে একটি ডার্ক কমেডির দৃশ্য। এর দ্বিতীয় সিজ়নের জন্য অপেক্ষা করে থাকা যায় বইকি।



কলমে সুনীল,
কণ্ঠে মীর !
সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা
রোমহর্ষক কাহিনি এ বার মীর-এর কণ্ঠে।
শুনুন আরও আনন্দ-এর নতুন পডকাস্ট
'জলদস্যু'
sosideas

ANANDALOK 27 JANUARY 2025 REGISTERED KOL RMS/239/2022-2024, RNI NO.27039/74 INR 35.00

